# সাহাবীর একক প্রচেষ্টা

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিসে শূরা
(দাওয়াতে ইসলামী)

মদিনার প্রথম ধর্মপ্রচারকের পবিত্র জীবনের আলোকে 'নেকীর দাওয়াত' -এর দুর্লভ মাদানী ফুল সংবলিত একটি চিন্তা-উদ্দীপক বয়ান।

# সাহাবীর একক প্রচেষ্টা

উপস্থাপনায়:

**মারকাযী মজলিশে শূরা**

(দাওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়:

**মাকতাবাতুল মদীনা**



www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

কিতাবের নাম : **সাহাবীর একক প্রচেষ্টা**

উপস্থাপনায় : **মারকাযী মজলিশে শূরা (দাওয়াতে ইসলামী)**

প্রকাশনা : **মাকতাবাতুল মদীনা**

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা:

☞ **হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার**, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **কাশারীপট্টি**, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E.mail: maktab@dawateislami.net

www.dawateislami.net

**মাদানী আবেদন: অন্য কারো জন্য এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।**

# সনাক্তিকরণ

অধ্যয়ন করার সময় প্রয়োজন সাপেক্ষে আন্ডারলাইন করুন, বিষয় লিখে পৃষ্ঠা নাম্বার নোট করুন, اِنْ شَآءَ الله ইলম বৃদ্ধি পাবে।

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# সূচিপত্র

এই রিসালাটি পাঠ করার ১১টি নিয়ত ........ ৮
দরূদ শরীফের ফযিলত ........ ৯
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানা ........ ১০
চক্ষু রোগের রোগী ........ ১২
ভালোবাসার শিকল ভেঙে গেল ........ ১৪
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় হিজরত ........ ১৬
মদীনায়ে মুনাওয়ারায় প্রথম পদক্ষেপ ........ ১৮
এই ভাগ্যবান যুবক কে ছিলেন? ........ ১৯
বংশ পরিচয় (নসবনামা) ........ ২০
স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি ........ ২০
ইসলামের মুবাল্লিগ (প্রচারক) হিসেবে মনোনীত ........ ২১
কারণসমূহ ........ ২১
নির্বাচনের মর্যাদা রক্ষা ........ ২৪
তাঁর ১২ মাসের কাজের বিবরণ ........ ২৬
দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ব্যাকুলতা ........ ২৭
মায়ের সাথে শেষ সাক্ষাৎ ........ ২৮
এক নজরে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নেকীর দাওয়াতের কার্যক্রম ........ ৩০
নেকীর দাওয়াতের গুরুত্ব ও উপকারিতা ........ ৩০
নেকীর দাওয়াত ........ ৩২
প্রত্যেকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সৎকাজের দাওয়াত দিবে ........ ৩৩
সর্বোত্তম আমল সেটি, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় ........ ৩৪
নেকীর দাওয়াতের মৌলিক রুকন ........ ৩৫
ইনফিরাদি কৌশিশ বা একক প্রচেষ্টা ........ ৩৬
দুর্লভ মাদানী ফুল ........ ৪০
মুবাল্লিগ ও দায়ী-কে কেমন হওয়া উচিত? ........ ৪০
পরিপূর্ণ ঈমান ........ ৪০



www.dawateislami.net

পরিপূর্ণ ঈমানের আলামতসমূহ ....................................................... ৪১
ইখলাস ....................................................... ৪২
রিয়াকারীর ভয়াবহ পরিণতি ....................................................... ৪৫
ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক ....................................................... ৪৬
জ্ঞান ও আমলের গুরুত্ব ....................................................... ৪৬
আমলহীনতার ব্যাপারে তিনটি হাদিসে মুবারকা ....................................................... ৪৭
নেকীর দাওয়াত কে দিবে? ....................................................... ৪৮
সুন্নাতের মূর্তপ্রতীক ....................................................... ৫২
আধুনিক মনস্কদের জন্য মাদানী ফুল ....................................................... ৫৪
স্পৃহা ও আগ্রহ ....................................................... ৫৫
সৎকাজের দাওয়াত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত ....................................................... ৫৬
নেকীর দাওয়াতে অবিচলতা ....................................................... ৫৮
এক হাতে সূর্য, অন্য হাতে চাঁদ ....................................................... ৫৯
অটলতার মাধ্যম ....................................................... ৬১
আমীরে আহলে সুন্নাত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ....................................................... ৬২
অমুসলিমদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা ....................................................... ৬৩
আযানের সূচনা ....................................................... ৬৪
উত্তম চরিত্র ....................................................... ৬৫
কোমল স্বভাব ....................................................... ৬৬
তোমাদের কাছে উত্তম, আমার নিকট নিকৃষ্ট ....................................................... ৬৭
উৎফুল্লতা ....................................................... ৬৭
ঘৃণা ভালোবাসায় পরিণত হলো ....................................................... ৬৮
ধৈর্য ও সহনশীলতা আর ক্ষমা ও মার্জনা ....................................................... ৬৯
ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব উদাহরণ ....................................................... ৭০
ক্ষমা ও মার্জনার বাস্তব দৃষ্টান্ত ....................................................... ৭১
আমীরে আহলে সুন্নাতের ক্ষমাশীলতা ....................................................... ৭১
আত্মবিশ্বাস ....................................................... ৭৫



www.dawateislami.net

বিষয়ভিত্তিক বিচক্ষণতা ........ ৭৬
স্বর্ণ-রুপা অপেক্ষা অধিক সুন্দর উপদেশ ........ ৭৭
মনোভাব উপলব্ধি করার ২টি পদ্ধতি ........ ৭৯
{১} সম্বোধিত ব্যক্তি কে? ........ ৭৯
সম্বোধিত ব্যক্তির মেজাজের প্রতি খেয়াল রাখা ........ ৭৯
সম্বোধিত ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি খেয়াল রাখা ........ ৮১
সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা ........ ৮৩
সম্বোধিত ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী আলা হযরতের ইনফিরাদি কৌশিশ ........ ৮৫
সন্দেহ ও সংশয় দূর করা ........ ৮৬
অমুসলিমদের উপর আলা হযরতের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ........ ৮৭
(২) নেকীর দাওয়াত কেমন হওয়া উচিত? ........ ৯০
আমাকে গুনাহ করার অনুমতি দিন ........ ৯১
সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী ........ ৯৩
দুনিয়াত্যাগ ও তাকওয়া ........ ৯৩
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা ........ ৯৪
প্রশংসনীয় চরিত্রের সাক্ষ্য ........ ৯৬
বদর ও উহুদের ময়দানে সম্মানিত পতাকা বহন ........ ৯৬
মুনিবের জন্য জীবন উৎসর্গ ........ ৯৮
জীবন দিয়ে দিলেন কিন্তু ইসলামের পতাকায় আঁচড় লাগতে দিলেন না ........ ৯৯
সাহসী স্ত্রী ........ ১০০
হত্যাকারীর শিক্ষণীয় মৃত্যু ........ ১০২
কাফন ও দাফন ........ ১০৩
দাফন ........ ১০৪
অমূল্য উপদেশ ........ ১০৪
তথ্যসূত্র ........ ১০৬



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# এই রিসালাটি পাঠ করার ১১টি নিয়ত

**রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর বাণী:** نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ, মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (আল-মুজামুল কবীর লিত-তাবারানী, হাদিস: ৫৯৪২, খণ্ড: ৬, পৃ: ১৮৫)

**মাদানী ফুল**

*... ভালো নিয়ত ছাড়া কোনো নেক আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

*... যত বেশি ভালো নিয়ত, তত বেশি সাওয়াব।

(১) প্রত্যেকবার হামদ ও দরূদ এবং (২) তায়াউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) ও তাসমিয়া (بِسْمِ اللّٰه) দ্বারা শুরু করব। (এই পৃষ্ঠার শুরুতে দেওয়া উভয় আরবী ইবারত পাঠ করে নিলে এই দুইটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে)। (৩) আল্লাহর পাকের সন্তুষ্টির জন্য এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করব। (৪) যথাসম্ভব ওযু সহকারে এবং (৫) কিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৬) কুরআনের আয়াত এবং (৭) হাদিসে মুবারকার যিয়ারত করব। (৮) যেখানে যেখানে "আল্লাহ" পাকের পবিত্র নাম আসবে, সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (৯) যেখানে যেখানে "রাসূল" صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নাম মুবারক আসবে, সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়ব। (১০) এই হাদিস "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" (একে অপরকে উপহার দাও, এতে পারস্পরিক ভালোবাসা বাড়বে) এর উপর আমল করার নিয়তে (এক বা একাধিক, সামর্থ্য অনুযায়ী) এই রিসালাটি ক্রয় করে অন্যদেরকে উপহার দিব। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস: ২/৪৩১, পৃ: ৩০) (১১) লিখন বা অন্য কোনো বিষয়ে শরয়ী কোন ভুল পেলে প্রকাশকদেরকে লিখিতভাবে জানাব। اِنْ شَآءَ اللّٰه (প্রকাশকদেরকে বইয়ের ভুল শুধু মৌখিকভাবে জানানো বিশেষ উপকারী হয় না)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# সাহাবীর একক প্রচেষ্টা(১)

## দরূদ শরীফের ফযিলত

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা, "জান্নাতী মহল কা সওদা"-তে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দরূদ শরীফের এই ফযিলতটি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বাণী হলো: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর পোষণকারীরা যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়, মুসাফাহা করে এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি (দরূদ পাঠ করে), তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই (উভয়ের গুনাহ) ক্ষমা করে দেওয়া হয়।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১ দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এই বয়ানটি যুলকাদাতুল হারাম ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ২০০৭-এ করাচীর বাবুল মদীনার আওরঙ্গী টাউনে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের বিশ্বব্যাপী দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা তরবিয়্যতি ইজতিমায় প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।

২. মুসনদে আবি ইয়া'লা, হাদিস: ২৯৫১, ৩/৯৫।

# প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানা

আরব শরীফের সেই উঁচুতম স্থান, যা নূরে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা আলোকিত হয়ে হেদায়াতের আসমান হয়েছিল, সেখানে বনী আব্দুদ্দার-এর এক সম্পদশালীর ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক সুদর্শন ও আকর্ষণীয় যুবক, যার জন্মের সাথে সাথেই সেই ঘরে যেন সুখ-সমৃদ্ধি নেমে আসে, চারিদিকে ছিল আনন্দের ছড়াছড়ি। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। পিতামাতা তাদের এই নয়নের মণিকে পৃথিবীর প্রতিটি আরাম-আয়েশ প্রদানে কোনো কমতি রাখতেন না। মা ছিলেন খুন্নাস বিনতে মালিক এবং বাবা ছিলেন উমায়ের বিন হাশিম। তারা তাদের কলিজার টুকরা (সন্তান) ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। পিতামাতার নয়নের মণি এই সন্তান আদর-যত্নে বড় হয়ে যখন যৌবনের সীমায় পা রাখল, তখন তার রূপ-লাবণ্যের এমন অবস্থা ছিল যে, যে-ই তাকে দেখত, সে-ই তাকিয়ে থাকত। তার সেই দুর্লভ[১] পোশাক এমন ছিল যা অন্য কারও থাকত না, তিনি এমন সুগন্ধি লাগাতেন যে, যেদিক দিয়েই যেতেন, সেখানকার পথঘাট সুবাসিত হয়ে যেত এবং সেই পথও তার যাওয়ার সাক্ষ্য দিত।[২]

জীবনের দিন-রাত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের বাগানের বসন্ত উপভোগ করতে করতে কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন আদর-যত্নে বড় হওয়া এই যুবকের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হলো, যখন তার

---

১ অর্থাৎ এমন মূল্যবান মুক্তা যা অত্যন্ত দুর্লভ, সাধারণত পাওয়া যায় না অথবা অনেক কষ্টের পর সংগ্রহ করা যায়।

২. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৩৫, মুসআবুল খায়ের, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৬।



www.dawateislami.net

দৃষ্টি আরবের উজ্জ্বল চাঁদ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর পড়ল এবং তার কানে ঐশী বার্তার শব্দ প্রভাব বিস্তারকারী তীরের মতো বিদ্ধ হলো। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে একবার দেখেই সে নিজের তুচ্ছতা অনুভব করল এবং তার নিজের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেল। এমনটা কেনই বা হবে না? কেননা, হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এভাবেই বলেছেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ    وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ    كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -ও প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর রূপ ও সৌন্দর্যকে কী চমৎকার শব্দে বর্ণনা করেছেন:

حُسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں اُنگشتِ زناں

سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مَردانِ عرب

সুতরাং এই নূরান্বিত যুবক রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন এবং ঈমানের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে নিজের পবিত্র ভাগ্যকে সুশোভিত করলেন। অতঃপর নিজের ঈমানের আলোকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে উভয় জগতের সরদার, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর খেদমতকে নিজের চোখের মণি বানালেন। সেই যুবক ভালোভাবেই জানত যে, সে যে সমাজের অংশ, তা কুফর ও শিরকের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। অতএব, সেসব মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্ক ইসলামের নূর দ্বারা



www.dawateislami.net

আলোকিত হয়নি তারা দ্বীনে হকের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বুঝতে পারবে না, বরং তারা তাকেও তার সাথে অজ্ঞতার অতল সাগরে ডুবিয়ে দিবে। এই ভয়ে তিনি অন্যদের থেকে নিজের মুসলমান হওয়াকে গোপন রাখলেন এবং চুপিসারে পবিত্র সত্ত্বার দরবারে উপস্থিতি অব্যাহত রাখলেন।[১]

## চক্ষু রোগের রোগী

একদিন[২] কেউ সেই যুবককে খোদার দরবারে সিজদারত অবস্থায় দেখে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তার পিতা-মাতাকে খবর দিল যে, তাদের ছেলে পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছে।[৩] পিতা-মাতার চোখে যেহেতু কুফরির পট্টি বাঁধা ছিল এবং অন্তর শিরকের পুরু আবরণে (মোটা পর্দায়) ঢাকা ছিল, আর তারা ভোরের আলোকিত রশ্মি দেখা এবং সত্যের দাওয়াত বোঝা থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই এটা কিভাবে সম্ভব ছিল যে, তারা সন্তানের ভালোবাসার খাতিরে এত সহজে ইসলামের সত্যতার সামনে মাথা নত করবে? আর যদি তারা এমনটা করেও নিত, তবে অবশ্যই তাদের কুরাইশ প্রধানদের (কুরাইশের সর্দারদের) শত্রুতার সম্মুখীন হতে হতো। সুতরাং, পিতা-মাতা তাদের ছেলেকে কুরাইশদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরেই বন্দী করে ফেলল। কারণ তারা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত এবং চাইত না যে, কেউ তাদের ছেলেকে কোনো ধরনের কষ্ট দিক। কেননা তারা যেখানে তার কপালে সামান্য ভাঁজও সহ্য করতে পারত না, সেখানে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় কিভাবে দেখতে পারবে? এই যুবক ছিল তাদের আশার আলো এবং নয়নের মণি। তার এমন কোন ইচ্ছা ছিল না যা তারা

---

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ, নং: ৩৫ মুস'আবুল খাইর, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৬।

২. তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যিনি তখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।

৩. আল-ইস্তি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, রাকাম ২৫৬৪ মুস'আব বিন উমাইর, খণ্ড ৩, পৃ: ৩৭।



www.dawateislami.net

(পিতা-মাতা) পূরণ হতে দেননি। এই ছেলে যখন সকালে বিছানা থেকে উঠত, তখন মা তার কলিজার টুকরার জন্য তার ঘুম থেকে ওঠার আগেই তার শিয়রে তার পছন্দের নাস্তা রেখে দিতেন, যার মিষ্টি সুগন্ধ তার খুব পছন্দের ছিল।[১] আর এখন অবস্থা এই যে, পিতা-মাতা তাদের কলিজার টুকরাকে অন্ধকার ঘরে বন্দী করে দিয়েছে এবং তারা সব ধরনের এই চেষ্টায় মগ্ন যে, কোনোভাবে তাদের কলিজার টুকরা যেন দিনের আলো থেকে দূরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, চক্ষু রোগের স্থায়ী ব্যাধি (অর্থাৎ কুফর ও শিরক) এই যুবকের পিতা-মাতাকে অন্ধকারের অভ্যস্ত করে রেখেছিল। তাদের চোখ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারত না এবং এই নির্বোধরা তাদের সুস্থ কলিজার টুকরাকেও নিজেদের মতো চক্ষু রোগের রোগী মনে করে আলো থেকে বাঁচাচ্ছিল। তারা এটা জানত না যে, তাদের কলিজার টুকরা যার অনুগ্রহের আঁচলের সাথে জুড়ে আছে, তিনি তো চিকিৎসকদেরও চিকিৎসক, মহিমাময় রবের হাবীব, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

আঁখ ওয়ালা তেরে যোবান কা তামাশা দেখে
দিদায়ে কোর কো কিয়া নযর আয়ে কিয়া দেখে

বন্দীদশার এই কষ্ট আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রেমিকের প্রেম কমানোর পরিবর্তে তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ সেই দিওয়ানা জানত যে, তার চোখে যে সত্তার বিশ্ব-শোভন সৌন্দর্যে (অর্থাৎ জগৎকে সুশোভিতকারী) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূপ-লাবণ্যের প্রতিচ্ছবি রয়েছে, তাতে সৃষ্টিকর্তা রূপ, সৌন্দর্য ও মনোহরতার সকল

১. আর-রওদুল উনুফ, মুস'আব বিন উমাইর ও ওফদুল আকাবাহ, খণ্ড ২, পৃ: ২৫২।



www.dawateislami.net

আকর্ষণীয় দিক একত্রিত করে দিয়েছেন, যাতে করে যে কোনো প্রেমিক যখন এই সৌন্দর্যের দরবারে আসবে, তখন সে এমনভাবে হারিয়ে যাবে যে চিরদিনের জন্য এখানেই থেকে যাবে।

মকতবে ইশক কা দস্তুর নিরালা দেখা
উস কো ছুট্টী না মিলি জিস নে সবক ইয়াদ কিয়া

## ভালোবাসার শিকল ভেঙে গেল

যখন তাওহীদ ও রিসালাতের প্রদীপপ্রেমীদের(নবীপ্রেমীদের) ওপর কুফর ও শিরকের অন্ধকারে ডুবে থাকা মক্কাবাসীদের জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল এবং রিসালাতের মুকুটধারী, নবুওয়াতের সম্রাট, আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করলেন যে, এই অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে, পাষাণহৃদয় জালেমদের সামান্য দয়াও আসে না, অন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যেও দয়া ও মমতার অনুভূতি জেগে তাওহীদের এই অনুসারীদের মুক্তির কারণ হচ্ছে না, এবং স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেও এত শক্তি নেই যে, তারা তাদের নির্যাতিত ভাইদের সাহায্য (সহযোগিতা) করতে পারবে, তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুমতিতে মক্কার মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে অতিষ্ঠ হয়ে জুলুম-অত্যাচারের এই জনপদ থেকে হিজরত করে যখন তাঁর আত্মত্যাগী গোলামদের একটি কাফেলা হাবশার (আবিসিনিয়ার) দিকে রওনা হতে লাগলে মক্কার এই সুদর্শন যুবকও পিতা-মাতার ভালোবাসা ও তাদের স্মৃতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে হাবশার দিকে চলে গেলেন এবং পিতা-মাতার অগাধ ভালোবাসাও তার পায়ের শিকল হতে পারল না।[১]

১. উসদুল গাবাহ, রাকাম ৪৯২৯, মুস'আব বিন উমাইর, খণ্ড ৫, পৃ: ১৯০।

এই যুবকের মা ছেলের ইসলাম গ্রহণের কারণে আগেই মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন, তার জন্য ছেলের এই বিচ্ছেদের খবর বজ্রপাতের চেয়ে কম ছিল না। সুতরাং, তিনি শপথ করলেন যে, তার নয়নের মণি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু খাবেনও না, পানও করবেন না; রাত-দিন খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকবেন যতক্ষণ না কলিজার টুকরাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। অবশেষে, ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতার ওপর প্রখর রোদ মারাত্মক আঘাত হানল এবং তিনি বারবার বেহুঁশ হতে লাগলেন। তখন তার অন্য ছেলেরা মায়ের মুখে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢালতে থাকল, যাতে তার প্রাণই না বেরিয়ে যায়।[১]

সেই যুবকের অবিচলতার ওপর হাজারো প্রাণ উৎসর্গ হোক! মা ছেলের বিচ্ছেদে ছটফট করছিলেন, কিন্তু ইসলামের ভালোবাসা এমনভাবে এই যুবকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল যে, এর সামনে সমস্ত ভালোবাসা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল এবং মায়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা ভুলে গিয়ে তিনি শুধু আল্লাহ পাকের ভালোবাসাকেই নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন, যিনি মায়ের চেয়েও সত্তর গুণ বেশি নিজ বান্দার প্রতি স্নেহশীল।

ছেলের প্রতি মায়ের সহজাত ভালোবাসা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু এই যুবক ঈমানের যে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তা এই বিষয় থেকে ভালোভাবে অনুমান করা যায় যে, এই যুবক উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক, মহান রবের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই সুগন্ধময় বাণী:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ[২]

---

১. আর-রওদুল উনুফ, মুস'আব বিন উমাইর ও ওফদুল আকাবাহ, খণ্ড ২, পৃ: ২৫২।
২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বুর রাসূল মিনাল ঈমান, হাদিস: ১৪, খণ্ড ১, পৃ: ১৫।

“তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই” এর ওপর আমল করে আশিকানে রাসূলের জন্য ভালোবাসার এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যার নকশা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

এক কাইস কো লাইলা নে মাজনু বানায়া থা
তুম নে তু জিসে দেখা দিওয়ানা বানা ডালা

## স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় হিজরত

নবুওয়াত প্রকাশের পঞ্চম বছর রজবুল মুরাজ্জব মাসে যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর নেতৃত্বে বারো জন পুরুষ এবং চার জন মহিলার ওপর গঠিত এই কাফেলা হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) পৌঁছাল, তখন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী আল্লাহর রাস্তার এই মুসাফিরদের খুব সমাদর করলেন এবং এই সমস্ত লোক স্বাধীনভাবে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে লাগল। মাত্র তিন মাসই কেটেছিল যে, তারা এই গুজব শুনলেন: মক্কাবাসীরা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং এখন মক্কায় মুসলমানদের কোনো কষ্ট নেই। স্বদেশ থেকে দূরে মুহাজিরদের কাছে এই সংবাদটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক মনে হলো। তাই এ কথা শুনে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুরাগীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ ফিরে আসার পথ ধরলেন। আর কেউ কেউ চূড়ান্ত খবরের অপেক্ষায় সেখানেই থেকে গেলেন। যখন পথিমধ্যেই তারা বাস্তবতা জানতে পারলেন, তখন



www.dawateislami.net

কেউ কেউ ফিরে গেলেন। আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর স্মরণে ব্যাকুল প্রেমিকরা বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে মক্কাবাসীদের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং অবশেষে মক্কায়ে মুকাররমায় পৌঁছে গেলেন। ফিরে আসা এই ব্যক্তিদের মধ্যে এই সুদর্শন যুবকও ছিলেন।[১]

মক্কায় পৌঁছানোর পর মক্কার কাফেররা তাদের উপর কঠোর হলো এবং এভাবেই জুলুম-অত্যাচারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। তাই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী অনুসারীদের আবিসিনিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এভাবে এই সুদর্শন যুবক পুনরায় তাঁর মনিবের আদেশে 'লাব্বাইক' (আমি হাযির) বলে ৮২/৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলার কাফেলায় শরিক হয়ে আবিসিনিয়ার দিকে রওনা হলেন।[২] মক্কার কাফেররা যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানরা হাবশায় আনন্দ ও শান্তিতে জীবনযাপন করছে, তখন যেন তাদের বুকে সাপ খেলতে লাগলো (তারা হিংসায় জ্বলে উঠলো)। তারা সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করলো যেন কোনোভাবে হাবশার মুহাজিরদের আনন্দের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের কোনো কৌশলই কার্যকর প্রমাণিত হলো না। তবে! কিছু সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর পক্ষে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বিচ্ছেদ দীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করা সম্ভব হলো না এবং তারা তাঁর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পূর্বেই মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসলেন। ফিরে আসা এই ব্যক্তিদের মধ্যে এই ভাগ্যবান ও সুদর্শন যুবকও ছিলেন।

---

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনু সা'দ, ক্রমিক ৫৩ মুস'আব আল-খাইর, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৬। শারহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৩ ও ৫০৪, পৃ: ১৬।

২. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, বাব হিজরতিহি (তাঁর হিজরতের অধ্যায়), খণ্ড ১, পৃ: ১৩৩।



www.dawateislami.net

## মদীনায়ে মুনাওয়ারায় প্রথম পদক্ষেপ

মক্কার কাফেরদের দিন দিন বাড়তে থাকা জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা এমন একটি ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন, যা মক্কার কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে কেবল সকল মুসলমানের জন্য একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী আশ্রয়স্থল হিসেবেই কাজ করবে না, বরং ইসলামের প্রথম কেন্দ্র হতে যাচ্ছিল। কাজেই সেখানকার বাসিন্দারা প্রথম বায়আতে উকবার পর রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অসহায়ের আশ্রয়স্থল দরবারে এই আবেদন পেশ করলেন যে, তাদের কাছে এমন একজন মুবাল্লিগ পাঠানো হোক, যিনি কেবল তাদের এলাকায় ইসলামের সাধারণ দাওয়াতই দিবেন না, বরং পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় সজ্জিত করবেন।

মদীনাবাসীদের যেহেতু এমন একজন যোগ্য প্রচারকের প্রয়োজন ছিল:

* যিনি তাঁর খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর দৌলতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটি ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারেন।
* যাঁর ভাষার মাধুর্য এবং চরিত্রের সৌন্দর্য অমুসলিমদের কঠিন হৃদয়কে গলিয়ে দিবে।
* যিনি বক্তার মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত তিক্ত ও বিষাক্ত তীরের জবাব এমন হাসিমুখে দিবেন যে, তাঁর কথা যেন অমৃত বর্ষণ করবে।
* যাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মূল্য একটি ঘাসের চেয়েও বেশি হবে না।
* যিনি পরীক্ষার অগ্নিচুল্লি থেকে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

* যাঁর জীবনের সবকিছুই কেবল প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেমে নিমজ্জিত থাকবে।
* যিনি দু'জাহানের অধিপতি, জলে ও স্থলে যিনি সম্রাট صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পূর্বে জীবন উৎসর্গকারীদের এমন একটি অগ্রবর্তী দল প্রস্তুত করবেন, যাদের আকাশ বিদীর্ণকারী ধ্বনিতে কুফরের প্রাসাদগুলোতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহান মিশনের জন্য তাঁর যে প্রাণ উৎসর্গকারীকে বেছে নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আবদুদ দার গোত্রের সেই সুদর্শন যুবক,[১] যিনি তাঁর প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ভালোবাসায় আরাম-আয়েশের জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

## এই ভাগ্যবান যুবক কে ছিলেন?

আপনারা কি জানেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টিতে ভালো লেগে যাওয়া এই যুবকটি কে ছিলেন? তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর খাতিরে সোনার পালঙ্ক প্রত্যাখ্যানকারী এই ভাগ্যবান যুবককে আজ সারা বিশ্ব হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ মুস'আব ইবনে উমায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নামে চেনে ও জানে। তিনি সেই সকল সাহাবা কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং 'আস্-সাবিকুনাল আউয়ালুন' অর্থাৎ (ইসলাম গ্রহণে) অগ্রগামী অর্থাৎ সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার) উপাধি লাভ করেন।[২]

১. মারিফাতুস সাহাবা, ক্রমিক ৪৭৭৪, মুস'আব ইবনে উমায়ের, খণ্ড ৪, পৃ: ৩৫।
২. উসদুল গবা, ক্রমিক ৪৯২৯, মুস'আব ইবনে উমায়ের, খণ্ড ৫, পৃ: ১৯০।

## বংশ পরিচয় (নসবনামা)

হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব ইবনে উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ:

মুস'আব ইবনে উমায়ের ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে আবদুদ দার ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা আল-কুরাশী আল-আবদারী। এই দিক থেকে তিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সাথে বংশগতভাবে দ্বিগুণ সম্পর্ক লাভ করেছেন। প্রথমত, তিনি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সম্মানিতা মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা আমিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -এর বংশ বনু আবদুদ দার-এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে তিনি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সাথে মাতার দিক থেকে ষষ্ঠ প্রজন্মে মিলিত হন। এবং দ্বিতীয় সম্পর্কটি হলো, পিতার দিক থেকে পঞ্চম প্রজন্মে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা-এর সাথে তার বংশধারা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সম্মানিত বংশধারার সাথে মিলিত হয়।

## স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব ইবনে উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি সম্পর্ক এই যে, তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী হলেন হযরত সায়্যিদাতুনা হামনা বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। তিনি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নব বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا-এর বোন। এবং তাঁর থেকেই যয়নব নামের তাঁর একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।[১]

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৩৫, মুস'আবুল খাইর, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৬। তারিখু মাদিনাতু দিমাশক, খণ্ড ২৩, পৃ: ৫০।



www.dawateislami.net

## ইসলামের মুবাল্লিগ (প্রচারক) হিসেবে মনোনীত

যে ভূমি শীঘ্রই 'দারুল হিজরত' (হিজরতের স্থান) ও 'মদীনা মুনাওয়ারা' (নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শহর) হওয়ার সৌভাগ্য লাভের পাশাপাশি ইসলামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে যাচ্ছিল, সেখানে এই বিষয়টি জরুরি ছিল যে, এই ভূমিতে ইসলামের দাওয়াত এমন সুসংগঠিতভাবে প্রচার করা হোক যে, যখন রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীদের নিয়ে এখানে শুভাগমন করবেন, তখন যেন এই ভূমি থেকে কেবল কুফর ও শিরকের প্রভাবই মুছে না যায়, বরং চতুর্দিকে তাওহীদ ও রিসালাতের পতাকা উড্ডীন থাকে। সুতরাং, এই সকল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উভয় প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বহু মহান, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর উপস্থিতিতে হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ-কে যে নির্বাচন করা হয়েছিল, তা বিভিন্ন কারণে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ও যথাযথ ছিল।

## কারণসমূহ

* তিনি যে গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, তা সমগ্র আরবে কুরাইশের পতাকাবাহী হিসেবে একটি বিশেষ পরিচিতি রাখত। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে এইজন্য নির্বাচন করেছেন যে, তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মদীনা তায়্যিবায় শুভাগমনের পূর্বেই মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন।

* মদীনাবাসীর এমন একজন ইসলাম প্রচারকের প্রয়োজন ছিল, যার উপর আউস ও খাযরাজ গোত্রের সকল লোক একমত হতে পারে। আর এটা তখনই সম্ভব ছিল যখন তিনি বংশ ও মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ হবেন এবং নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ ছিলেন।

* ইসলামের দাওয়াত প্রচারকারীর জন্য এটা জরুরি ছিল যে, তিনি সচ্চরিত্র, সহনশীল, প্রজ্ঞাবান এবং ধৈর্যশীল হবেন। যদি প্রথমবারে ভালো কাজের দাওয়াত ফলপ্রসূ না হয়, তবে দ্বিতীয়বার পেশ করবেন এবং সর্বাবস্থায় নম্রতার সাথেই কাজ করবেন। কারণ, যাকে ভালো কাজের দাওয়াত দেওয়া হবে, সে নফস ও শয়তানের অধীনে থাকবে। সুতরাং, ইসলাম প্রচারকের উচিত সর্বাবস্থায় তার সাথে নম্র আচরণ করা, যতক্ষণ না সে আল্লাহ পাকের অনুমতিতে নফস ও শয়তানের উপর বিজয়ী হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। আর এই সমস্ত গুণাবলী হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কারণ মক্কার কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের চুল্লি জাহিলিয়াতের যুগের সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা থেকে তাঁকে মুক্ত করে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল।

* অন্যান্য অনেক মহান সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِیۡن-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নির্বাচনী দৃষ্টি হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর উপর স্থির হওয়ার একটি কারণ এটাও ছিল যে, ভিনদেশে দ্বীন প্রচারের জন্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব ছিল, সেগুলোর মোকাবেলা করার উত্তম অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, যা তিনি হাবশায় হিজরতের সময় নিজ দেশ থেকে দূরে থেকে অর্জন করেছিলেন।

* মদীনাবাসীর কাছে প্রেরিত ইসলাম প্রচারককে এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল, যিনি জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি নিজের জ্ঞানের উপর আমলকারীও হবেন। অর্থাৎ, তিনি সৎকর্মে দৃঢ় থাকার সাথে সাথে মন্দ কাজ থেকেও বিরত থাকবেন, যাতে লোকেরা যখন সৎকাজের দাওয়াত দাতাকে আমলকারী দেখবে, তখন তার অনুসরণ করে মন্দ কাজ ত্যাগ করতে দ্রুততা করবে (কেননা সৎকাজের দাওয়াতের উদ্দেশ্যই হলো মন্দকে দূর করা এবং ভালোকে প্রসারিত করা)। আর যদি তিনি নিজেই আমলহীন হন, তবে লোকেরা তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিবে না এবং আগের মতোই মন্দ কাজে লিপ্ত থাকবে। সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই মানদণ্ডেও পুরোপুরি উত্তীর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা জগৎসমূহের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও, তাঁর দ্বীনের জ্ঞান শেখা ও শেখানোর প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, যার কারণে তাঁর পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে মুবারকাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।
* মুবাল্লিগের জন্য যেহেতু এটাও জরুরি ছিল যে, ধন-সম্পদের চাকচিক্য তার কাছে কোনো গুরুত্ব রাখবে না, যাতে তিনি যাকে দাওয়াত দিবেন, তার সম্পদের প্রতি লোভও না করেন আর তার তোষামোদ ও চাটুকারিতাও না করেন।

সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর উপর নির্বাচনী দৃষ্টি পড়ার একটি বড় কারণ এটাও ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের কোনো মূল্য ছিল না, কারণ যখন তাঁর দৃষ্টিতে মা-বাবার অগণিত সম্পদের কোনো মূল্য ছিল না, সেখানে অন্যের সম্পদের প্রতি কী আর পরোয়া করবেন?



www.dawateislami.net

* মুবাল্লিগের যেহেতু সৎকাজের দাওয়াত ও উপদেশ প্রদানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তাই তার সাহসী হওয়াও জরুরি ছিল এবং এই দিক থেকেও হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ উপযুক্ত ছিলেন, কারণ বীরত্ব ও সাহসিকতা তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার ছিল।

তেরি নিসবত নে সাঁওয়ারা মেরা আন্দাযে হায়াত
মে আগার তেরা না হোতা সাগে দুনিয়া হোতা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সারকথা, একজন মুবাল্লিগের যে সকল প্রশংসনীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া উচিত ছিল, সে সমস্তই হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ-এর সত্তার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, আসুন এবার দেখি যে, হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই নির্বাচনের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করেছিলেন।

## নির্বাচনের মর্যাদা রক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তাঁর কোনো আত্মোৎসর্গকারীকে কোনো কাজের জন্য নির্বাচন করতেন, তখন তিনি সেই কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছানোকে নিজের সৌভাগ্য মনে করা, এটাই কারণ যে, যখন অন্যান্য অনেক মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ কে নির্বাচিত করা হলো, তখন তিনি তাঁর আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর আদেশে 'লাব্বাইক' তথা হাজির বলে তৎক্ষণাৎ মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।



www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ১১ নববী মোতাবেক ৬২০ খ্রিস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছান এবং ১২ নববী মোতাবেক ৬২১ খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ মাত্র ১২ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এমন সুন্দরভাবে ইসলামের সাধারণ দাওয়াত দিলেন যে, মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি অলি-গলি আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যিকিরের নূরে ঝলমল করতে লাগলো। চতুর্দিকে দ্বীন ইসলামের চর্চা ছড়িয়ে পড়লো। শিশু হোক বা যুবক, প্রত্যেকের অন্তরে নবী প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে গেল। অতঃপর হজ্বের মৌসুমে তিনি ৭০ জন আনসারীর একটি মাদানী কাফেলা নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এভাবে বায়আতে উকবায়ে ছানীয়াতে মদীনার আনসারদের কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করে সাহাবী হওয়ার যে সম্মান অর্জিত হয়েছে, তা যেন তাদের উভয় জাহানের সম্পদ প্রাপ্তির সমান ছিল।[১]

যেহে মুকাদ্দার হুযুর হক সে সালাম আয়া পয়াম আয়া
ঝুকাও নযরে বিছাও পলকেঁ আদব কা আলা মকাম আয়া
ইয়ে কওন সার সে কাফন লাপেটে চলা হে উলফত কে রাস্তে পর
ফারিশতে হয়রাত সে তক রেহে হেঁ ইয়ে কওন যি ইহতিরাম আয়া
ফাযা মে লাব্বাইক কি সদায়েঁ যা ফরশ তা আরশ গুঞ্জতী হে
হার এক কুরবান হো রহা হে যবাঁ পে ইয়ে কিস কা নাম আয়া

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৩৫৫, মুসআবুল খায়ের, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৮।



www.dawateislami.net

এই পবিত্র আত্মারা তারাই ছিলেন যারা মাদানী কাফেলার রূপে নবুওয়াতের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু তারা নিজেদের পেছনে অনেককে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দর্শনের জন্য ব্যাকুল অবস্থায় রেখে এসেছিলেন। কেউ একজন তাদের অনুভূতির কী সুন্দর ব্যাখ্যাই না করেছেন:

ইয়ে কেহনা আক্বা বহুত সে আশিক তড়পতে সে ছোড় মে আয়া হুঁ
বুলাও কে মুনতাযির হে লেকিন না সুবহো আয়া না শাম আয়া

সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নির্বাচনের মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং বারো মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নেকীর দাওয়াতের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুবাল্লিগদের জন্য পথের মশাল হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং,

## তাঁর ১২ মাসের কাজের বিবরণ

'আত-তাবাকাতুল কুবরা'-তে রয়েছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আউস ও খাযরাজ গোত্রের সত্তর জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হাজ্বীদের কাফেলার সাথে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছালেন। পরবর্তীতে তারা দুই রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নিকট বায়আতে উকবায়ে ছানীয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় বায়আত নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন তিনি নিজের বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে সর্বপ্রথম হাশরের দিনের সুপারিশকারী, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, যাতে তাঁর দীদারের সৌভাগ্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি নিজের বারো মাসের কার্যক্রমও পেশ করতে পারেন। সুতরাং তিনি শুধু মদীনার

আনসারদের দ্রুত ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে অবহিত করেননি, বরং এটাও জানিয়েছেন যে তারা কতটা অধীক আগ্রহে আপনার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর এই চমৎকার কার্যক্রমে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাকে উৎসাহ ও শান্ত্বনা প্রদান করেন।[১]

## দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ব্যাকুলতা

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তখনও রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারেই ছিলেন, এমন সময় কেউ একজন তাঁর আম্মাজানকে তাঁর মক্কা মুকাররমায় আগমনের খবর জানিয়ে দিল। মায়ের চেহারা নিজের সন্তানের আগমনের কথা শুনে জ্বলে উঠলেন এবং সাথে সাথে ছেলের কাছে এই বার্তা পাঠালেন: "হে অবাধ্য! তোর কী হয়েছে যে তুই সবার আগে আমার কাছে না এসে অন্য কারো কাছে চলে গেছিস? আমার স্নেহ, আমার ভালোবাসা, সবকিছু কি ভুলে গেছিস?" তখন তিনি বার্তাবাহককে বললেন, আমার মাকে গিয়ে বলে দিও: "হে আমার মা! মনে রাখবেন! যে শহরে সমগ্র বিশ্বের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত আছেন, সেখানে আমি তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তাঁর মধুর কথা শোনার আগে অন্য কারো কাছে যাবো, এমনটা কখনো হতে পারে না।"[২]

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৩৫৫, মুসআবুল খায়ের, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৮।
২. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৩৫৫, মুসআবুল খায়ের, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৮।

# মায়ের সাথে শেষ সাক্ষাৎ

হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে নিজের সমস্ত কার্যক্রমের বিবরণ উপস্থাপন করার পর হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনুমতি নিয়ে যখন নিজের মায়ের কাছে গেলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম এই প্রশ্নই করলেন: “তুই কি এখনও তোর পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত আছিস?” তখন তিনি বললেন: “আমার পৈতৃক ধর্মের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দ্বীনে হানিফ অর্থাৎ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। মা বললেন: তোর কি আমার ভালোবাসার বিন্দুমাত্র অনুভূতিও নেই যে আমি তোর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারি না এবং তোর স্মরণে প্রতি মুহূর্তে ছটফট করি ও কাঁদি? আর তুই তো এমন যে, কখনো হাবশায় চলে যাস, আবার কখনো ইয়াসরিব[১] (মদীনা তায়্যিবা) চলে যাস। তখন তিনি বললেন: হে আমার মা! তোমরা বাড়ির সবাই আমাকে তোমাদের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করানোর জন্য প্ররোচিত করতে চাও, কিন্তু মনে রেখো, আমি আমার দ্বীনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকব। মা ছেলের এই দৃঢ় সংকল্প দেখে তাকে আবার ঘরে বন্দী করার কথা ভাবতে লাগলেন। এদিকে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُও মায়ের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারলেন এবং বললেন: হে আমার মা! যদি তুমি আমাকে বন্দী করার কথা ভাবো, তবে দেখে নিও যে-ই আমার কাছে আসবে, আমি তার প্রাণ নিতেও দ্বিধা করব না। মা নিজের ছেলেকে ভালোভাবে চিনতেন যে, তার এই ছেলে যখন কোনো সংকল্প

---

১. মদীনা মুনাওয়ারার পুরনো নাম ছিল ইয়াসরিব, কিন্তু এখন মদীনা তায়্যিবাকে ইয়াসরিব বলা নাজায়েয, নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ এবং যে এমন বলে সে গুনাহগার হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড ২১, পৃ: ১১৯)



www.dawateislami.net

করে, তখন আর পেছনে হটে না। সুতরাং তার এই নির্ভীকতা দেখে তিনি একদম হতাশ হয়ে গেলেন এবং বললেন: যা, এখান থেকে চলে যা, এই বাড়ির সাথে তোর কোনো সম্পর্ক নেই। এই বলে তিনি হু করে কেঁদে উঠলেন।

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেহেতু একজন বিচক্ষণ মুবাল্লিগ ছিলেন, তাই মাকে কাঁদতে দেখেও তাঁর পদযুগলে কোনো টলমল ভাব আসেনি, বরং তিনি তাঁর মাকে কুফরের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোতে আনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতে গিয়ে এভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন: "হে আমার আম্মাজান! এটা মনে করবেন না যে, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই। আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি, কিন্তু আমার এবং আপনার মাঝে কুফরের দেয়াল প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। হায়! আপনি যদি এই দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে এ কথার সাক্ষ্য দিতেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসূল।" কিন্তু ভোরের আলো দেখা মায়ের ভাগ্যে ছিল না, তাই সে বললো: "তারকারাজির কসম! আমি কখনো তোমার দ্বীনে প্রবেশ করব না। কারণ, তাহলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমারই মতের অমর্যাদা করতে শুরু করবে এবং আমাকে নির্বোধ মনে করবে। বরং আমি তোমার থেকে এবং তোমার দ্বীন থেকে চিরদিনের জন্য মুখ ফিরিয়ে নিব এবং নিজের দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকব।" মায়ের এই কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে গেলেন এবং চিরদিনের জন্য ওই ঘর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেলেন।[১]

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, নম্বর: ৩৫ মুসআবুল খায়র, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৮।

এরপর হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে অতিবাহিত করেন এবং রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের বারো দিন পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হন, যাতে তিনি তাঁর আগমনের জন্য পরিপূর্ণ অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিতে পারেন।[১] ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর মদীনাবাসীগণ যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তা বর্ণনাতীত। নিঃসন্দেহে মদীনাবাসীদের অন্তরে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত করার ক্ষেত্রে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

## এক নজরে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নেকীর দাওয়াতের কার্যক্রম

## নেকীর দাওয়াতের গুরুত্ব ও উপকারিতা

জীবন আল্লাহ পাকের এক অমূল্য নেয়ামত, যা টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে জীবনের অসংখ্য উপকরণ দান করেছেন। আর যেহেতু মানুষ শরীর ও আত্মার এক সুন্দর সংমিশ্রণ, তাই এই উভয় উপাদানের যত্ন ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শরীর যেহেতু দৃশ্যমান ছিল, তাই এর জন্য বাহ্যিক ও জাগতিক নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে এবং আত্মা যেহেতু একটি অদৃশ্য বস্তু ছিল, তাই এর জন্য অদৃশ্য (আধ্যাত্মিক)

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, নং: ৩৫, মুসআবুল খায়র, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৮।

নেয়ামতই প্রদান করা হয়েছে। মানুষের শরীর আত্মার জন্য একটি কারাগারের মতো ছিল। আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি দ্বারা সৃষ্ট শরীরের অস্তিত্ব ও সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোও এই বস্তুগুলোর উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সে খুব দ্রুত দুনিয়ার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল এবং পার্থিব কলুষতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আত্মা থেকে উদাসীন হয়ে ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে লাগল এবং তার উপর ক্রমান্বয়ে গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার পুরু (মোটা) স্তর জমতে লাগল। সুতরাং, এই শরীর ও আত্মার সম্পর্ককে সুদৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর কিছু বিশেষ বান্দা অর্থাৎ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা এই মাটির শরীরকে (দেহকে) শরীর ও আত্মার পবিত্রতার নিয়ম-কানুন শেখাতে পারেন, তাকে জীবনের বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন এবং জীবনযাপনের প্রকৃত পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারেন। যাতে কিয়ামতের দিন মানুষ এই অজুহাত পেশ করতে না পারে যে, তার পবিত্রতা এবং সত্য ও সততার পথের জ্ঞান ছিল না, যার কারণে সে দুনিয়ার কলুষতার শিকার হয়ে গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী:

رُسُلًا مُّبَشِّرِیۡنَ وَ مُنۡذِرِیۡنَ لِئَلَّا یَکُوۡنَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّٰہِ حُجَّۃٌۢ بَعۡدَ الرُّسُلِ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا

(পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৫)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** রাসূলগণকে (প্রেরণ করেছি) সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর নিকট মানুষের কোন অভিযোগের অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



www.dawateislami.net

রাসূল ও নবীগণের এই ধারা আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত জারি ছিল। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মতকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন, যা শুধু মানুষের মেজাজ ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও আরোগ্যদানকারীই ছিল না, বরং তা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ছিল।

## নেকীর দাওয়াত

সমগ্র বিশ্বের মানুষের সংশোধন এবং তাদের পর্যন্ত নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ পাক, তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন যে, "যে দ্বীন আমার প্রিয় হাবীব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এখন তা অন্যদের কাছে পৌঁছানো তোমাদের দায়িত্ব।" সুতরাং দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল মদীনা' থেকে প্রকাশিত ৬১৬ পৃষ্ঠার কিতাব "নেকীর দা'ওয়াত" এর ৩০ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন যে, পারা ৪, সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(পারা ৩, সূরা আ-লে ইমরান, আয়াত: ১০৪)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

## প্রত্যেকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সৎকাজের দাওয়াত দিবে

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ 'তাফসীরে নঈমী'-তে এই পবিত্র আয়াতের অধীনে বলেন: হে মুসলমানগণ! তোমাদের সকলের এমন একটি দল হওয়া উচিত অথবা এমন একটি সংগঠন তৈরি করা উচিত বা এমন একটি সংগঠন হয়ে থাকা উচিত, যা সমস্ত পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সৎকাজের দাওয়াত দেয়; কাফেরদেরকে ঈমানের, ফাসেকদেরকে তাকওয়ার, গাফেলদেরকে সচেতনতার, অজ্ঞদেরকে ইলম ও মারিফাতের, নীরস স্বভাবের লোকদেরকে প্রেমের আস্বাদনের, ঘুমন্তদেরকে জাগরণের এবং ভালো কথা, ভালো আকীদা, ভালো আমলের জন্য মৌখিকভাবে, লেখনীর মাধ্যমে, কর্মের দ্বারা, শক্তির সাথে, নম্রতার সাথে (এবং শাসক তার অধীনস্থদেরকে) কঠোরতার সাথে আদেশ দেয় এবং মন্দ কথা, মন্দ মতাদর্শ, মন্দ কাজ, মন্দ চিন্তা থেকে লোকদেরকে (নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী) ভাষা, অন্তর, কর্ম, কলম, তলোয়ার দ্বারা বাধা দেয়। তিনি আরও বলেন: সমস্ত মুসলমানই মুবাল্লিগ, সকলের উপরই ফরয যে, তারা লোকদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।[১] আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত কিবলা মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বুখারী শরীফের এই পবিত্র হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ, "আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতও হয়।"[২]

---

১. তাফসীরে নঈমী, খণ্ড ৪, পৃ: ২, সামান্য পরিবর্তিত।
২. বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাবু মা যুকিরা আন বানী ইসরাঈল, হাদিস: ৩৪৬১, খণ্ড ২, পৃ: ৪৬২।



www.dawateislami.net

মায় নেকী কী দাওয়াত কি ধুমে মাচা দুঁ
হো তাওফীক আয়সী আতা ইয়া ইলাহী

## সর্বোত্তম আমল সেটি, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরও বলেন: "ইসলামে তাবলীগ (ধর্ম প্রচার) একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ সমস্ত ইবাদতের উপকারিতা নিজের জন্য (অর্থাৎ নিজের সত্তার জন্য) হয়, কিন্তু তাবলীগের উপকারিতা অন্যদের জন্যও হয়ে থাকে। 'লাযেম' (অর্থাৎ যে আমল কেবল নিজের সত্তার উপকার করে) থেকে 'মুতাআদ্দী' (অর্থাৎ এমন আমল যা অন্যদেরও উপকার পৌঁছায়) উত্তম।" (একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে) কেউ একজন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সর্বোত্তম বান্দা কে? তিনি ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাককে ভয়কারী, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারকারী, ভালো কথার শিক্ষা দানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বারণকারী ব্যক্তি।"(১)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, "যে ব্যক্তি ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, সে আল্লাহ পাকেরও খলিফা, তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এরও খলিফা এবং তাঁর কিতাব (অর্থাৎ কুরআন করীম)-এরও খলিফা।" (হাদিস শরীফে রয়েছে) যদি মুসলমানরা তাবলীগ ছেড়ে দেয়, তবে তাদের উপর অত্যাচারী বাদশাহ নিয়োজিত করে দেওয়া হবে এবং তাদের দোয়া কবুল হবে না।(২)

---

১. আয-যুহদুল কাবীর লিল-বায়হাকী, হাদিস: ৮৭৭, পৃ: ৩২।
২. রুহুল মা'আনী, খণ্ড ৪, পৃ: ৩২৬।



www.dawateislami.net

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, “হে লোকসকল! সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, তাহলে তোমাদের জীবন শান্তিতে কাটবে।” আমিরুল মু'মিনীন, মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “তবলীগ হলো সর্বোত্তম জিহাদ।”[১] যেভাবে তাবলীগ করা সর্বোত্তম ইবাদত, ঠিক সেভাবেই তাবলীগ ছেড়ে দেওয়া নিকৃষ্টতম অপরাধ এবং যে তা ছেড়ে দেয় সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত।[২]

## নেকীর দাওয়াতের মৌলিক রুকন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতের তিনটি মৌলিক আরকান রয়েছে:

(১) দা'য়ী: অর্থাৎ দাওয়াত দানকারী কে?

(২) মাদ'উ: কাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে?

(৩) দাওয়াত: অর্থাৎ সেই দাওয়াত কেমন?

এই তিনটি আরকানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হলো দা'ঈর (দাওয়াত দানকারী)। কারণ, নেকীর দাওয়াতের শব্দগুলো যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, যদি দাওয়াত দানকারীর দাওয়াতের পদ্ধতি সঠিক না হয় অথবা সে যাকে দাওয়াত দিচ্ছে তার বোধশক্তি অনুযায়ী নিজের কথা বোঝানোর ক্ষমতা না রাখে, তাহলে তার সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, মুবাল্লিগ ও দা'ঈর সফলতা এর মধ্যেই নিহিত যে, প্রত্যেকে যেন বলে ওঠে যে, তিনি নেকীর দাওয়াত দেওয়ার হক আদায় করে দিয়েছেন।

---

১. তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ৩, পৃ: ৩১২।
২. তাফসীরে নঈমী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭১, কিছু পরিবর্তনসহ।



www.dawateislami.net

কিন্তু এই রুকনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানার আগে আসুন, আমরা দেখি যে হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কিভাবে ইসলামের দাওয়াতকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে তাঁর পবিত্র জীবনীর আলোকে মুবাল্লিগগণ উল্লেখিত রুকনগুলোর গুরুত্ব ও উপকারিতা ইত্যাদি জেনে সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াতের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন,

## ইনফিরাদি কৌশিশ বা একক প্রচেষ্টা

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছান, তখন তিনি বনী গনম গোত্রের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা আস'আদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ-এর গৃহে অবস্থান করেন এবং তাঁর সহযোগিতায় নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করেন।

একদিন হযরত সায়্যিদুনা আস'আদ বিন যুরারাহ তাঁর সম্মানিত মেহমান হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ-কে সাথে নিয়ে বনু আব্দিল আশহাল এবং বনু জাফর গোত্রের কিছু ব্যক্তির উপর (ইনফিরাদী কোশিশ) একক প্রচেষ্টা করার জন্য ঘর থেকে বের হলেন এবং বনু জাফর গোত্রের একটি বাগানে প্রবেশ করে 'মারাক' নামক একটি কূপের পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁদেরকে দেখে নও-মুসলিমরা তাঁদের চারপাশে জড়ো হয়ে গেল। তাঁদের সকলকে এভাবে একত্রিত হতে দেখে এমন কিছু লোকও সেখানে বসে গেল যারা তখনও মুসলমান হয়নি, এটা দেখার জন্য যে কী হচ্ছে...? হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ অত্যন্ত প্রেমময় ভঙ্গিতে নেকীর দাওয়াত পেশ করলেন। সবাই

চুপচাপ ও মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল এবং সকলে তাঁর বর্ণনার ভঙ্গিতে মুগ্ধ হতে লাগল।

সা'দ বিন মু'আয এবং উসায়দ বিন হুযাইর বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের শীর্ষস্থানীয় সর্দার ছিলেন, তাঁরা তখনও ইসলামের ছায়াতলে আসেননি। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, হযরত আস'আদ বিন যুরারাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর সাথে একজন মক্কী যুবক আমাদের গোত্রে প্রবেশ করেছে এবং আমাদের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে, তখন সা'দ বিন মু'আয, উসায়দ বিন হুযাইরকে বললেন যে, "যান এবং এই যুবককে বুঝিয়ে আসুন যেন সে আমাদের শহর ছেড়ে চলে যায়। কারণ আপনি জানেন যে, আস'আদ বিন যুরারাহ আমার খালাতো ভাই। যদি সে সাথে না থাকতো, তাহলে আমি নিজেই এমনটা করতাম। সুতরাং বনু আব্দিল আশহাল-এর সর্দার উসায়দ বিন হুযাইর নিজের বর্শা নিলেন এবং কূপের দিকে চলে গেলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আস'আদ বিন যুরারাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে দূর থেকেই আসতে দেখে নিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে বললেন: "এই ব্যক্তি তার গোত্রের সর্দার। যখন তিনি কাছে আসবেন, তখন তাঁকে আপনার হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে নেকীর দাওয়াত পেশ করবেন।" তিনি বললেন: "ঠিক আছে, যদি তিনি পাশে বসেন, তবে আমি অবশ্যই নেকীর দাওয়াত পেশ করব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই উসায়দ বিন হুযাইর তাঁদের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং এসেই বলতে শুরু করলেন: "তোমরা দুজন এখানে কেন এসেছ? তোমাদেরকে আমাদের দুর্বলদেরকে পথভ্রষ্ট করার এবং তাদের ধর্ম থেকে বিপথগামী করার অনুমতি কে দিয়েছে? যদি জীবন প্রিয় হয়, তবে এখনই



www.dawateislami.net

এখান থেকে চলে যাও।” এত কঠোর কথা শুনে, নেকীর দাওয়াতের এই মহান মুবাল্লিগ হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের ঈমানের নূরে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উসায়দ বিন হুযাইর-এর দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত নরম ও মিষ্টি স্বরে বললেন: “আমার একটি কথা শুনুন! আপনার কি কল্যাণ ও মঙ্গল প্রয়োজন?” উসায়দ বিন হুযাইর তো লড়াই করতে এসেছিলেন, কিন্তু এত নরম স্বর শুনে গলে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, “কল্যাণ ও মঙ্গল দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী?” হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: “আমার কাছে বসে আমার কথা শুনুন! যদি কথাটি আপনার বোধগম্য হয় তবে মেনে নেবেন, আর যদি পছন্দ না হয় তবে আমরা আপনাকে জোর করব না, বরং চলে যাবো।” উসাইদ বিন হুযাইর যেহেতু অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি (ভাবলেন, যদি এভাবে বিষয়টি সমাধান হয়ে যায় তবে তো আরও ভালো, এই ভেবে) বললেন: “ঠিক আছে।” একথা বলেই তিনি নিজের বর্শাটি মাটিতে গেঁথে তাঁদের দুজনের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর অতি মধুর ও সুন্দর ভঙ্গিমায় নেকীর দাওয়াত পেশ করতে করতে ইসলামের সৌন্দর্য, ফযিলত ও বরকতসমূহ এমন হৃদয়গ্রাহী স্বরে বর্ণনা করলেন যে, তা ধীরে ধীরে প্রভাবের তীর হয়ে তাঁর (উসাইদের) অন্তরে গেঁথে যেতে লাগল। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন উসাইদ বিন হুযাইরের চেহারায় ইসলাম গ্রহণের প্রস্তুতির লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। অবশেষে তিনি বলে উঠলেন, “আপনার কথাগুলো কতই না সুন্দর! কতটা হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী! আপনি যে কালাম তিলাওয়াত করেন, তা অত্যন্ত মহান।” অতঃপর তিনি অবনত দৃষ্টিতে অত্যন্ত আদবের



www.dawateislami.net

সাথে জিজ্ঞেস করলেন: "ইসলামে প্রবেশ করার পদ্ধতি কী?" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হযরত উসাইদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-কে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করার পদ্ধতি বলে দিলেন এবং এভাবেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর ধৈর্য ও মধুর ভঙ্গিমায় পেশ করা নেকীর দাওয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন।

যখন হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন: "আমার পেছনে আরও একজন ব্যক্তি আছে, যার নাম সা'দ বিন মু'আয। যদি সে আপনার কথা মেনে নেয়, তবে আমার পুরো গোত্র আপনার কথা মেনে নিবে। আমি তাকে এখনই আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।" এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সা'দ বিন মু'আয-এর কাছে গিয়ে পৌঁছালেন এবং তাকে নেকীর দাওয়াত শোনার জন্য অবশেষে কোনোভাবে রাজি করিয়েই নিলেন। পরিশেষে হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন মু'আয رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-ও হৃদয়গ্রাহী ও মধুর ভঙ্গিমায় পেশ করা নেকীর দাওয়াত শুনে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন মু'আয رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নিজের গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের বললেন: "তোমরা আমার সম্পর্কে কী ধারণা রাখো?" সকলে একবাক্যে বলে উঠল: "আপনি আমাদের সর্দার এবং আপনার মতামত সঠিক ও দূরদর্শী হয়ে থাকে।" তখন হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন মু'আয رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: "আমার জন্য তোমাদের পুরুষ ও নারীদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলা হারাম, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর ঈমান আনো।" বর্ণনাকারী বলেন: "আল্লাহ পাকের কসম! সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সমস্ত পুরুষ ও নারী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।"[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বাদ'উ ইসলামিল আনসার, খণ্ড ৩, পৃ: ৫২।



www.dawateislami.net

## দুর্লভ মাদানী ফুল

سُبۡحَانَ اللهِ ! হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর হাজার প্রাণ কুরবান! তিনি যেভাবে ইসলামের সাধারণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং এর জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যে অনন্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে অনেক মাদানী ফুল (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। সুতরাং, মুবাল্লিগদের উচিত যে, তাঁরা হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর পবিত্র জীবনে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দুর্লভ মাদানী ফুলগুলো দিয়ে নিজেদের অন্তরের মাদানী তোড়া সাজিয়ে নেয়া:

## মুবাল্লিগ ও দায়ী-কে কেমন হওয়া উচিত?

### পরিপূর্ণ ঈমান

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর মুবারক জীবন থেকে সর্বপ্রথম এই মাদানী ফুলটি পাওয়া যায় যে, ঈমানের পরিপূর্ণতার স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য কোনো কিছু কুরবানী করতে হলেও পিছপা হওয়া উচিত নয়। যেমন তিনি ইসলামের খাতিরে পিতা-মাতার অপরিসীম ভালোবাসা ও স্নেহকে পেছনে ফেলে, উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহিমান্বিত বাণীকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন: لَا یُؤۡمِنُ اَحَدُکُمۡ حَتّٰی اَکُوۡنَ اَحَبَّ اِلَیۡهِ مِنۡ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।[১]

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদিস: ১৫, খণ্ড ১, পৃ: ১৭।



www.dawateislami.net

# পরিপূর্ণ ঈমানের আলামতসমূহ

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর জীবনীর এক চমৎকার প্রতিফলন ঘটে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাহল তুসতারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-এর সেই উক্তিতে, যেখানে তিনি পরিপূর্ণ ঈমানের আলামতসমূহ বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং, মহান ইমাম শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (ওফাত: ৩৮৬ হি:) তাঁর সম্মানিত কিতাব 'কুতুল কুলুব'-এ তাঁর (সাহল তুসতারীর) এই উক্তিটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

* ঈমানের আলামত হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা।
* আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসার আলামত হলো আল্লাহ পাকের কালামের (বাণীর) প্রতি ভালোবাসা।
* আল্লাহ পাকের কালামের প্রতি ভালোবাসার আলামত হলো আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুবের প্রতি ভালোবাসা।
* আল্লাহ পাকের মাহবুবের প্রতি ভালোবাসার আলামত হলো আল্লাহ পাকের মাহবুবের অনুসরণ।
* আর আল্লাহ পাকের মাহবুবের অনুসরণের আলামত হলো দুনিয়া থেকে দূরত্ব (বিমুখতা)।[১]

এমনিতে তো সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো এবং সকলেই ঈমানের পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কারো কারো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও কুরবানী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আজকের এই ফিতনাপূর্ণ যুগে আমাদের জন্য জীবনের পাথেয়। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব

১. কুতুল কুলুব, খণ্ড ১, পৃ: ১০৪।



www.dawateislami.net

বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-ও সেইসব সাহাবায়ে কেরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে গণ্য হন, যাদের জন্য আকাশও গর্ববোধ করে। আর এমনটিই বা কেন হবে না, কেননা তিনি ঈমানের সুরক্ষার জন্য আল্লাহর পথে নিজের জান, প্রাণ, ধন সবকিছু কুরবান করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁর মাহবুবের সত্যভাষী যবান থেকে নিজ প্রতিপালকের কালাম শুনলেন, তখন তাওহীদের সাগরে এমনভাবে ডুব দিলেন যে, আর কখনও সেখান থেকে বের হননি। বরং সারাক্ষণ প্রতিপালক ও তাঁর মাহবুবের দরবারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই অপেক্ষায় থাকতেন যে, কখন কোন অমূল্য মুক্তা দান করা হয়। এভাবে তিনি এক এক করে কুরআন মাজীদের আয়াতকে মুক্তার মতো নিজের আঁচলে সংরক্ষণ করতে লাগলেন এবং তিনি জ্ঞান-সম্পদে পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন। এ কারণেই যখন মদীনাবাসীগণ জ্ঞান-সম্পদ অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের এই প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে এই আস্থা নিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদেরকে এমনভাবে মাদানী প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন যে, জীবন বিধান কুরআন মাজীদের অমূল্য মাদানী ফুলগুলোর সুবাসে তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়ে যাবে।

## ইখলাস

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নেকীর দাওয়াতের মাদানী কাজ আল্লাহ ও রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। তাঁর এই ইখলাস ও আন্তরিকতার ফলাফল এই ছিল যে, তাঁর মুবারক মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলো প্রভাবের তীর হয়ে মানুষের অন্তরে এমনভাবে গেঁথে



www.dawateislami.net

যেত যে, মাত্র দুই বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বেই মদীনা মুনাওয়ারার ঘরে ঘরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হতে লাগল। আর যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হলো, তখন সমস্ত দরজা-দেয়াল এই আনন্দময় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

অনুবাদ: বিদায়ী পাহাড় 'সানিয়াতুল বিদা' থেকে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। আমাদের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকবে।

অর্থাৎ, বিদা'র উপত্যকা থেকে আমাদের উপর একটি চাঁদ উদিত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আহ্বানকারী আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করতে থাকবে, আমাদের উপর সেই (চাঁদের) শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

اَنْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِيْنَةَ مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاعِ

অনুবাদ: হে আমাদের মাঝে প্রেরিত রাসূল! আপনি এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছেন যা অবশ্য পালনীয়। আপনি মদীনাকে সম্মানিত করেছেন, হে সর্বোত্তম আহ্বানকারী, আপনাকে স্বাগতম!

অর্থাৎ, হে আমাদের মাঝে প্রেরিত সত্তা! আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা আনুগত্যের যোগ্য। আপনি মদীনাকে সম্মানিত করেছেন। মারহাবা! স্বাগতম! হে সর্বোত্তম দাওয়াতদাতা!

فَلَبِسْنَا ثَوْبَ يَمَنٍ بَعْدَ تَلْفِيْقِ الرِّقَاعِ
فَعَلَيْكَ اللّٰهُ صَلّٰى مَا سَعٰى لِلّٰهِ سَاعٍ

অনুবাদ: (আপনার আগমনে) আমরা সৌভাগ্যের পোশাক পরিধান করেছি, যা পূর্বে ছিল তালি লাগানো ছিন্নবস্ত্র। আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক, যতক্ষণ আল্লাহর জন্য কোন চেষ্টাকারী চেষ্টা করতে থাকে।

অর্থাৎ, আমরা ইয়ামেনি পোশাক পরিধান করেছি, অথচ এর আগে আমরা তালি জোড়া দিয়ে পোশাক পরতাম। আপনার উপর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত রহমত বর্ষণ করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য প্রচেষ্টাকারীরা চেষ্টা করতে থাকবে।

মুবাল্লিগদের উচিত যে, নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি এবং সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখা। কারণ এর দ্বারা কথায় প্রভাব সৃষ্টি হবে। কেননা, মানুষকে দেখানোর জন্য দেওয়া নেকীর দাওয়াতের প্রভাব না থাকার কারণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার সাথে সাথে আখেরাতের সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া লাগতে পারে। যেমন,

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যে আখিরাতের ফসল চায় আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।



www.dawateislami.net

অতএব, উচিত যে সর্বদা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিকে সামনে রাখা এবং কখনো দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের জন্য নিজের আখেরাত বরবাদ না করা। যেমন,

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এতদূর ইখলাসের (আন্তরিকতার) চেষ্টা করতেন যে, সবসময় জামআতের প্রথম কাতারে শামিল হতেন। একদিন ঘটনাক্রমে শেষ কাতারে দাঁড়াতে হলে, তাঁর মনে খেয়াল আসলো যে, 'আজ লোকেরা আমাকে শেষ কাতারে দেখে কী বলবে?' এই ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলেন, কিন্তু সাথে সাথেই নিজেকে বলতে লাগলেন: 'যেন আমি যত নামায প্রথম কাতারে আদায় করেছি, তা মানুষকে দেখানোর জন্যই ছিল।' সুতরাং, এই খেয়াল আসতেই তিনি ৩০ বছরের কাযা নামায আদায় করা শুরু করে দিলেন।[১]

## রিয়াকারীর ভয়াবহ পরিণতি

একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে আনা হবে, যে দুনিয়াতে ইলম শিখেছে, শিখিয়েছে এবং কুরআন করীম পড়েছে। যখন আল্লাহ তাকে তাঁর নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সে সেই নেয়ামতগুলো স্বীকার করে নিবে, তখন আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "তুমি এই নেয়ামতগুলোর বিনিময়ে কী করেছ?" সে আরয করবে: "আমি ইলম শিখেছি ও শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআনে করীম পড়েছি।" কিন্তু আল্লাহ বলবেন: "তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি ইলম এজন্য শিখেছিলে যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং কুরআন করীম এজন্য পড়েছিলে যাতে

১. কিমিয়ায়ে সা'আদাত, চতুর্থ রুকন, পঞ্চম আসল, খণ্ড ২, পৃ: ৮৭৬।

তোমাকে ক্বারী বলা হয়, আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে।” অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে, তখন তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।(১)

## ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক

একজন মুবাল্লিগের উপর আবশ্যক যে, তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মতো আমলকারী আলিম হবেন। কারণ হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে মদীনা মুনাওয়ারার মুবাল্লিগ হিসেবে নির্বাচিত করার একটি কারণ ছিল তাঁর ইলমও। একারণেই তিনি ‘মুক্বরী-ই-মদীনা’ (মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীদের কুরআনে কারীম পাঠদানকারী) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি মদীনার আনসারদের কুরআনে কারীম শেখানোর পাশাপাশি এর বিধানগুলোর উপর নিজে আমল করেও দেখাতেন।

## জ্ঞান ও আমলের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমলবিহীন জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকীম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন: “হে আমার কলিজার টুকরা! যেভাবে ক্ষেত পানি ও মাটি ছাড়া ঠিক হতে পারে না, ঠিক সেভাবে ঈমানও জ্ঞান ও আমল ছাড়া ঠিক থাকতে পারে না।”(২) এবং একবার প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব মান ক্বাতালা লির-রিয়া...ইত্যাদি, হাদিস: ১৯০৫, পৃ: ১০৫৫।
২. কুতুল কুলুব, একবিংশ অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃ: ৩৩২।

করলেন: “শয়তান কখনো কখনো জ্ঞানে তোমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে যায়।” সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! সে জ্ঞানে আমাদের চেয়ে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে?” তখন তিনি বললেন: “সে (শয়তান) বলে, ‘জ্ঞান অর্জন কর, কিন্তু যতক্ষণ না আলিম হয়ে যাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আমল করো না।’ জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে সে এটাই বলতে থাকে এবং আমলের ক্ষেত্রে টালবাহানা করতে থাকে, এমনকি বান্দা এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে কোনো আমলই করেনি।”[১]

বর্ণিত আছে যে, জ্ঞান আমলকে আহ্বান করে। যদি আমল তার আহ্বানে সাড়া দেয় (বলে: আমি হাজির), তবে জ্ঞান থেকে যায়, নতুবা জ্ঞান চলে যায়।[২]

## আমলহীনতার ব্যাপারে তিনটি হাদিসে মুবারকা

(১) কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে আর সে তা নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। তখন সমস্ত জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে বলবে: “হে অমুক! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি লোকদের সৎকাজের দাওয়াত দিতে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না?” সে বলবে: “হ্যাঁ! কেন নয়! আমি সৎকাজের দাওয়াত দিতাম কিন্তু নিজে তার উপর আমল করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।”[৩]

---

১. আল-জামে' লি আখলাকির রাবী লিল খতীব বাগদাদী, হাদিস: ৫৩, খণ্ড ১, পৃ: ৮৯।
২. তারিখে মদীনা দামেশক, খণ্ড ৫৬, পৃ: ২৬।
৩. মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক, হাদিস: ২৯৮৯, পৃ: ১৫৯৫।

(২) আমি লাইলাতুল ইসরা (অর্থাৎ মে'রাজের রাতে) এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে জিবরাঈল! এরা কারা?" জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা লোকদের সৎকাজের দাওয়াত দিতো কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন পাক তিলাওয়াত করত।" এতে আল্লাহ পাকের এই বাণী রয়েছে: اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তবুও কি তারা বুঝে না?।[১] এটা তারা তিলাওয়াত করত।

(৩) মানুষকে ভালো কথা বলে নিজেকে ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উদাহরণ ওই প্রদীপের মতো, যা অন্যদের তো আলোকিত করে কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।[২]

## নেকীর দাওয়াত কে দিবে?

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "হে ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا! আমি সৎকাজের দাওয়াত দিতে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে চাই।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি (নিজের সংশোধনের ক্ষেত্রে) পূর্ণতায় পৌঁছে গেছ?" সে আরয করল: "আশা করি।" বললেন: "যদি তোমার কুরআনে পাকের তিনটি আয়াতের কারণে অপমানিত হওয়ার ভয় না থাকে, তবে এই কাজ করো।" সে আরয করল: "সেই আয়াতগুলো কোনগুলো?" তিনি এই মুবারক আয়াতটি পাঠ করলেন:

---

১. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুল হুদূদ ওয়া গাইরিহা, হাদিস: ৫৫৪৮, খণ্ড ৩, পৃ: ১৮৭।
২. পূর্বোক্ত সূত্র, হাদিস: ৫৫৫৩, খণ্ড ৩, পৃ: ১৮৮।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছো এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসেছো?

এটা তিলাওয়াত করার পর তার থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি এই আয়াতের বিধান সম্পর্কে জানো?" সে আরয করল: "না।" পুনরায় সে আরয করল: "দ্বিতীয় আয়াত কোনটি?" তিনি এই আয়াতে মুবারকাটি তিলাওয়াত করলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۳﴾

(পারা ২৮, সূরা আস-সফ, আয়াত: ২, ৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! তা কেন বলো, যা করো না? কেমন জঘন্য অপছন্দনীয় আল্লাহর নিকট ওই কথা যে, তা-ই বলবে যা করবে না।

পুনরায় ইরশাদ করলেন: "এই আয়াতের বিধান কি জানো?" আরয করল: "না।" তারপর সে আরয করল: "তৃতীয় আয়াত কোনটি?" তিনি বললেন: "সেটি আল্লাহ পাকের নবী হযরত সায়্যিদুনা শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام-এর উক্তি (যা কুরআন পাকে উল্লেখিত আছে)।" সুতরাং আল্লাহ পাকের ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত: ৮৮)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং আমি এটা চাই না যে, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি নিজেই সেটার পরিপন্থী করতে থাকবো।

এটি তিলাওয়াত করার পর ইরশাদ করলেন: "তুমি কি এই আয়াতের বিধান সম্পর্কে অবগত আছো?" সে আরয করল: "না।" তখন তিনি বললেন: "নিজেকে দিয়ে (নেকীর দাওয়াত) শুরু করো।"(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ-এর মতো নিজেদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের মূর্ত প্রতীক হয়ে যান। নতুবা আপনারা কখনো নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবেন না।

কোনো কবি কী চমৎকার বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ

هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيْمُ

অনুবাদ: হে অন্যকে শিক্ষাদানকারী! তুমি নিজেকে শিক্ষা দিলে না কেন?

تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَا

وَمِنَ الضَّنَا وَالدَّاءِ أَنْتَ سَقِيْمٌ

অনুবাদ: তুমি অন্য রোগীদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা কর, অথচ তুমি নিজেই রোগী।

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا

فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيْمٌ

অনুবাদ: নিজেকে দিয়ে শুরু কর, তাকে অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখো। যদি সে তা থেকে বিরত থাকে, তবে তুমিই প্রজ্ঞাবান।

১. শু'আবুল ঈমান, লিল-বাইহাকী, হাদিস: ৭৫৬৯, খণ্ড ৬, পৃ: ৮৮।

فَهُنَاكَ يُقْبَلُ مَا وَعَظْتَ وَيُقْتَدٰى

بِالْعِلْمِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيْمُ

অনুবাদঃ তাহলেই তোমার উপদেশ গ্রহণ করা হবে, তোমার জ্ঞানের অনুসরণ করা হবে এবং তোমার শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হবে।

ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام-এর মতে, সৎকাজের দাওয়াতদাতা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারীর জন্য এটা জরুরি নয় যে, সে যে কাজের দাওয়াত দিচ্ছে তার উপর সে পূর্ণরূপে আমলকারী হবে এবং যা থেকে নিষেধ করছে তা থেকে পূর্ণরূপে বিরত থাকবে। কারণ তার উপর দুটি বিষয় আবশ্যক: (১) নিজেকে সৎকাজের দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। (২) অন্যদেরকে সৎকাজের দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।

যদি এই দুটির কোনো একটিতে সে অলসতা করে, তবে অন্যটিতে অবহেলা করা জায়েয নয়। সৎকাজের দাওয়াত ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারীর জন্য এটা শর্ত নয় যে, সে সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ এই শর্ত আরোপ করলে সৎকাজের দাওয়াত ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে। এই কারণেই হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেছেন: "যদি সৎকাজের দাওয়াতদাতা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারীর জন্য এটা আবশ্যক হয় যে, সে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে মুক্ত হবে এবং প্রত্যেক ভালো গুণে সজ্জিত হবে, তাহলে তো সৎকাজের দাওয়াত দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার মতোও কেউ থাকবে না।"[১]

১. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, কিতাবুল আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি 'আনিল মুনকার, খণ্ড ২, পৃ: ৩৮৫।



www.dawateislami.net

আমল না করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহে যে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী এসেছে, তা সৎকাজের দাওয়াতদাতার জন্য নয়, বরং মন্দ কাজে লিপ্ত সেই আলিমের জন্য, যে মানুষকে উপদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে। সৎকাজের দাওয়াত দেওয়া বাতিল দ্বারা রহিত হয়ে যায় না, আর না আমলহীনতার কারণে। বরং এই কাজে তো শুধুই কল্যাণ আর কল্যাণ। আর এই সতর্কবাণী দ্বারা শরীয়ত প্রণেতা عَلَيْهِ السَّلَام-এর উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি সৎকাজের দাওয়াত দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, সে যেন তার কাজকে কথার অনুরূপ করে, যাতে সে যখন মন্দকে নির্মূল করবে এবং সৎকাজকে প্রসারিত করবে, তখন তার কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয়।[১] এজন্য একজন মুবাল্লিগের উপর আবশ্যক হলো, সে প্রথমে সৎকাজের দাওয়াতকে সঠিক পদ্ধতিতে বুঝবে এবং নিজের উপর বাস্তবায়ন করবে, এরপর অন্যদেরকে দাওয়াত দিবে, যাতে তার ভাষায় হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর মতো প্রভাব সৃষ্টি হয়। اِنۡ شَآءَاللّٰہ

## সুন্নাতের মূর্তপ্রতীক

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাতে প্রতিপালিত ছিলেন এবং তার প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। যেমনটি বর্ণিত আছে যে, হজ্বের মৌসুমে যখন দূর-দূরান্ত থেকে আরব গোত্রসমূহ মক্কা মুকাররমায় একত্রিত হতো, তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই গোত্রগুলোর কাছে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। অতএব, হযরত

১. নেকীর দাওয়াতের ফযিলত, পৃ: ৩, ৪, ৫ থেকে সংকলিত)।



www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ-ও সৎকাজের দাওয়াতকে প্রসারিত করতেন এবং ইসলামের প্রচারের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় নিজের আক্বা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সুন্নাতের উপর আমল করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি অলি-গলিতে ও পাড়া-মহল্লায় গিয়ে সৎকাজের দাওয়াতের এমন ডঙ্কা বাজান যে, চতুর্দিকে ইসলামের বসন্ত পরিলক্ষিত হতে লাগল। সুতরাং, মুবাল্লিগদের উচিত যে, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দায় যেন তারা ঘাবড়ে না যান বা লজ্জা না পান, বরং সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মতো নিজ আক্বা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ভালোবাসায় সামনেই এগিয়ে যেতে থাকেন। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان, প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ভালোবাসায় মগ্ন থাকতেন। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ এবং অবিশ্বস্ত সমাজের কোনো মিথ্যা সৌজন্যবোধ তাঁদেরকে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ খাবার খাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর হাত থেকে একটি লোকমা পড়ে গেল। তিনি সেটি তুলে নিলেন এবং পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। এটা দেখে কিছু গ্রাম্য লোক চোখে চোখে একে অপরকে ইশারা করল (যে, কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, শহরের আমীর পড়ে যাওয়া লোকমা খেয়ে নিলেন)। এর উত্তরে তিনি বললেন: "আল্লাহ পাক আমীরের মঙ্গল করুন, হে আমাদের সর্দার! এই গ্রাম্য লোকগুলো বাঁকা চোখে ইশারা করছে যে, সর্দার পড়ে যাওয়া লোকমা খেয়ে নিয়েছেন, অথচ তাদের সামনে এই খাবার তো রয়েছেই। তখন তিনি (হযরত মা'কিল رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ) বললেন: "এই আজমী (অনারব)-দের কারণে আমি সেই কাজ ছাড়তে পারি না, যা আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছ থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে

আদেশ দিতাম যে, যদি লোকমা পড়ে যায়, তবে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে, শয়তানের জন্য ছেড়ে দিবে না।”(১)

## আধুনিক মনস্কদের জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? মহান সাহাবী এবং মুসলমানদের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সুন্নাতকে কতটা ভালোবাসতেন। তিনি অনারবীদের ইশারার প্রতি বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি এবং নির্ভীকভাবে সুন্নাতের উপর আমল অব্যাহত রেখেছেন। আর আজ কিছু অজ্ঞ মুসলমান এমনও আছেন, যারা আধুনিক পরিবেশে দাড়ি মুবারকের মতো মহান সুন্নাতকে ত্যাগ করাকে, مَعَاذَ اللّٰہ (আল্লাহ রক্ষা করুক), হিকমতে আমলী (কৌশল) বলে মনে করেন। প্রকৃত হিকমতে আমলী (কৌশল) তো এটাই যে, পরিবেশ যতই খারাপ হোক, অমুসলিমদের প্রভাব যতই থাকুক, বদ-মাযহাবীদের যতই শোরগোল হোক না কেন, যা-ই হোক, আপনি দাড়ি শরীফ, পবিত্র পাগড়ি এবং সুন্নাতে ভরা সাধারণ পোশাকে সজ্জিত থাকুন, খাওয়া-দাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাতের আঁচল ধরে রাখুন, মানুষের সংশোধনের জন্য ইনফিরাদি কৌশিশ তথা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা জারি রাখুন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ, এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বলতে থাকবে, সত্যের জয় হবে, শয়তান অপমানিত হবে, চতুর্দিকে সুন্নাতের আলো ছড়িয়ে পড়বে, দুনিয়ার সম্পদের প্রত্যেক প্রেমিক, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং اِنْ شَآءَ اللّٰہ, ঘরে ঘরে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নূরের আলো ছড়িয়ে পড়বে।

---

১. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আত'ইমাহ (খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়), হাদিস: ৩২৭৮, খণ্ড ৩, পৃ: ৭১।

খাক সূরজ সে আন্ধেরো কা উজালা হোগা
আপ আয়েঁ তো মেরে ঘার মে উজালা হোগা
হোগা সায়রাব সারে কাওসারো তাসনীম ওয়াহী
জিসকে হাথোঁ মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## স্পৃহা ও আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর পবিত্র জীবন থেকে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল (শিক্ষা) এটিও যে, অন্তরে নেকীর দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার এমন প্রেরণা থাকা উচিত, যা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্থানে শান্তিতে বসতে দিবে না, যতক্ষণ না চতুর্দিকে নেকীর দাওয়াতের সাড়া লেগে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি দিন-রাত দেখতেন না, বরং যখনই সুযোগ পেতেন, হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর সাথে কোথাও না কোথাও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে পড়তেন এবং অন্যরা তাঁদের কাছে আসার জন্য একেবারেই অপেক্ষা করতেন না। তাঁর এই একক প্রচেষ্টার ফল এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে, খুব শীঘ্রই চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় হলো এবং কুফর সেই উপত্যকা থেকে এমনভাবে পালিয়ে গেল যে, আর কখনো ফিরে আসেনি এবং কখনো ফিরে আসবেও না। আর এই যে বলা হয় যে, তৃষ্ণার্ত কূপের কাছে যায়, কূপ তৃষ্ণার্তের কাছে আসে না, তিনি যেন এই প্রবাদটির অর্থই পাল্টে দিয়েছেন অর্থাৎ, তিনি সাকী-ই-কাউসার, মহান আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র হাত থেকে

তাওহীদের সমুদ্রের পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করে যে আনন্দ ও স্বাদ লাভ করেছিলেন, তা তাঁর অন্তরে এই আকুলতা সৃষ্টি করেছিল যে, হায়! যদি প্রত্যেকে ইসলামের সাধারণ দাওয়াত কবুল করে চিরস্থায়ী ও শাশ্বত নিয়ামত লাভ করত।

## সৎকাজের দাওয়াত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সমস্ত মুবাল্লিগ হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর পবিত্র জীবনের এই সুন্দর দিকটি গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ লেখা হতে থাকবে। অতএব, সেই নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ও রয়েছেন। আজ দাওয়াতে ইসলামীর এই সতেজ বাগানের পরিচর্যায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি এক জায়গায় বসে থেকে এই সংগঠনে মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেননি, বরং হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর মতো, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে নিজের প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর প্রিয় উম্মতকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার পানপাত্র পান করানোর জন্য ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে এবং বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে নেকীর দাওয়াত পেশ করেছেন।

নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বুযুর্গানে দ্বীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ-এর অনুসরণে তিনি আল্লাহর রাস্তায় সফর করতেন। দিনে

অনেক সময় একাধিকবার বয়ান করতেন এবং বাস, ট্রেনে সফর করে মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে স্বয়ং তাশরিফ নিয়ে যেতেন। বাবুল মদীনা (করাচী)-তে তাঁর খাবারের টিফিন (Tiffin) প্রায়ই সাথে থাকতো, এমনকি সাধারণত সব জায়গায় লবণের কৌটা, বরং নিজের পানি পর্যন্ত সাথে রাখতেন, যাতে কারো কাছে চাইতে না হয়। প্রথমদিকে প্রায়শই এমন হতো যে, ঘরে ফেরার সময় বাস অর্ধেক রাস্তায় নামিয়ে দিত, রিকশা বা ট্যাক্সির ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকার কারণে মধ্যরাতে পাঁচ বা ছয় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরতে হতো। তিনি নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি রোগীদের দেখতে যেতেন, দূরে ও কাছে গিয়ে জানাজায় অংশ নিতেন এবং শোক ও খুশির অনুষ্ঠানে মুসলমানদের এমনভাবে শান্ত্বনা দিতেন যে, তারাও আল্লাহ পাকের কৃপায় প্রভাবিত না হয়ে পারতেন না। এটা তাঁর প্রচেষ্টারই ফয়যান (কৃপা) যে, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত রাসূল প্রেমিকদের সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য অসংখ্য মাদানী কাফেলা দেশ-বিদেশে, শহরে-শহরে এবং গ্রামে-গ্রামে ৩ দিন, ১২ দিন, ৩০ দিন, এমনকি ১২ ও ২৬ মাসের জন্যও সফর করে দ্বীনি ইলম ও সুন্নাতের বসন্ত বিলিয়ে দিচ্ছে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিচ্ছে।

অনেক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই নিজের ঘর-সংসারের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীর জন্য নিজেদেরকে ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করে দিয়েছেন এবং সর্বদা মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকেন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে উৎসাহিত করা হয় যে, সে যেন জীবনে একবার ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন এবং প্রতি মাসে সময়সূচী অনুযায়ী তিন দিনের



www.dawateislami.net

মাদানী কাফেলায় সফর করে। সাধারণত মাদানী কাফেলা দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায এবং সপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ থেকে সফর করে, একটি কাফেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমপক্ষে সাত এবং সর্বোচ্চ ১২ জন হয়। আরও তথ্যের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত “নেক বননে আউর বানানে কে তরিকা...” (নেককার হওয়া এবং বানানোর উপায়) নামক বইটি অধ্যয়ন করুন।

আল্লাহ করম এইসা করে তুঝ পে জাহাঁ মে
এ দাওয়াতে ইসলামী তেরি ধূম মাচি হো

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নেকীর দাওয়াতে অবিচলতা

মদীনা মুনাওয়ারার প্রথম মুবাল্লিগ (প্রচারক) হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ -এর নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার প্রেরণা থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, নেকীর দাওয়াতের জন্য কোনো স্থান বা সময় নির্দিষ্ট নয়, বরং মুবাল্লিগ সব জায়গায়, সব সময়ই মুবাল্লিগ। সুতরাং চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, ঘরে হোক বা বাজারে, মসজিদে হোক বা মাজারে, ক্ষেতে হোক বা ফুলবাগানে, মরুভূমিতে হোক বা সবুজ প্রান্তরে, মুবাল্লিগদের হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর জীবনচরিতকে আপন করে নিয়ে অটলতার সাথে সব জায়গায়, প্রতিটি মুহূর্তে নেকীর দাওয়াতের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিছু ইসলামী ভাই অসুস্থতা, পারিবারিক বা আর্থিক পরীক্ষার সম্মুখীন হলে প্রায়শই মাদানী কাজের সৌভাগ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে ফেলেন। তাদের



www.dawateislami.net

উচিত, বিপদ ও কষ্টের সময় বুযুর্গানে দ্বীনের কষ্টসমূহ এবং তাঁদের অবিচলতাকে স্মরণ করা। যেমন, মদীনা শরীফে হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইহুদীদের ষড়যন্ত্র এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের পারস্পরিক শত্রুতার সত্ত্বেও অত্যন্ত অবিচলতা ও দৃঢ়তার সাথে নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন, কারণ তাঁর সামনে ছিল আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অবিচলতা ও দৃঢ় মনোবল। সুতরাং,

## এক হাতে সূর্য, অন্য হাতে চাঁদ

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৬২ পৃষ্ঠার বই, "সীরাতে মুস্তফা"-এর ১২৪ নং পৃষ্ঠায় আছে: কুরাইশের কয়েকজন সম্মানিত সর্দার আবু তালিবের কাছে এলেন এবং হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ইসলামের দাওয়াত ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে দেওয়া বক্তৃতার অভিযোগ করলেন। আবু তালিব অত্যন্ত নম্রতার সাথে সেই লোকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করে দিলেন, কিন্তু হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের বাণী: فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ[১] এর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকাশ্যে শিরক ও মূর্তিপূজার নিন্দা এবং তাওহীদের দাওয়াতের ওয়াজ করতেই থাকলেন। একারণে কুরাইশদের ক্রোধ আবার জ্বলে উঠলো। সুতরাং কুরাইশের সমস্ত সর্দার, অর্থাৎ উতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আস বিন হিশাম, আবু জাহল, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, আস বিন ওয়াইল প্রমুখ সবাই একসাথে মিলে আবু তালিবের কাছে এলো এবং বলল যে, আপনার

১. কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতএব, প্রকাশ্যভাবে বলে দিন যে কথার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (পারা: ১৪, সূরা হিজর, আয়াত: ৯৪)



www.dawateislami.net

ভাতিজা আমাদের উপাস্যদের অপমান করে, একারণে হয় আপনি আমাদের মাঝখান থেকে সরে যান এবং আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে সঁপে দিন, অথবা আপনিও প্রকাশ্যভাবে তার সাথে ময়দানে নেমে পড়ুন। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটির সিদ্ধান্ত নিন।" আবু তালিব কুরাইশদের হাবভাব দেখে বুঝে গেলেন যে, এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক ও নাজুক পরিস্থিতি এসে পড়েছে। এটা স্পষ্ট যে, এখন আর কুরাইশরা একা আমার ভাতিজার মোকাবেলা সহ্য করতে পারছে না। আবু তালিব হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতির সাথে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, "আমার ভাতিজা! তোমার বৃদ্ধ চাচার এই সাদা দাড়ির উপর দয়া করো এবং আমার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা আমি উঠাতে পারবো না। এখন পর্যন্ত তো কুরাইশরা আমার সম্মান করে, কিন্তু এখন কুরাইশের সর্দাররা আমার কাছে এসেছে এবং তারা তোমার ব্যাপারে এই কথা বলছে যে, হয় আমি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দিই অথবা তোমার সাথে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করি। আমার মধ্যে এখন আর এত শক্তি নেই যে, আমি তোমার জন্য তলোয়ার উঠাতে পারব এবং কোনোভাবেই তাদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারব না। সুতরাং, আমার উত্তম পরামর্শ এটাই যে, তুমি এই দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকো।" রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বাহ্যিক সাহায্যকারী যিনিই ছিলেন তিনি শুধুমাত্র আবু তালিব-ই ছিলেন।

রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দেখলেন যে, তার চাচাও পিছিয়ে যাচ্ছেন, তখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ভগ্ন হৃদয়ে আবেগ ও জোশের ঢেউ উঠল। তিনি কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন, "চাচাজান! খোদার কসম! যদি কুরাইশরা আমার এক হাতে সূর্য এবং অন্য হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও

আমি আমার এই দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবো না। এক আল্লাহ হয় এই কাজকে পূর্ণ করে দিবেন, অথবা আমি এই চেষ্টাতেই বিলীন হয়ে যাবো।” হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই আবেগপূর্ণ উত্তর শুনে আবু তালিবের অন্তর এতটাই প্রভাবিত হলো যে, তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল এবং আবেগের আতিশয্যে তার চোখ দিয়ে রক্তের ফোঁটা ঝরতে লাগল। তিনি অত্যন্ত জোশের সাথে বললেন, “যাও ভাতিজা (আমার প্রাণ তোমার উপর উৎসর্গ হোক)! যাও, আমি তোমার সাথে আছি, যতক্ষণ আমি জীবিত থাকবো, ততক্ষণ কেউ তোমার কোনো চুলও বাকা করতে পারবে না।”(১)

## অটলতার মাধ্যম

মুবাল্লিগদের নেকীর দাওয়াত দেওয়ার কাজে ইখলাসের সাথে সাথে বরকত তালাশের প্রচেষ্টায় থাকাও উচিত এবং বরকত অর্জনের জন্য আকাবিরীন বা মুরুব্বিদের সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে বড় কোনো মাধ্যম নেই। যেমন, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বাণী: “বরকত তোমাদের মুরুব্বিদের সাথে রয়েছে।”(২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই হাদিস শরীফে বিভিন্ন বিষয়ে ও প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে বরকত হাসিলের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এখানে মুরুব্বি বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় হযরতগণ বলেন যে, এর দ্বারা হয় বয়স্ক ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে, যাতে তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া যায়, অথবা ওলামায়ে

১. আস সিরাতুন নবুওয়া লি ইবনে হিশাম, মাবাদাতু রাসূলুল্লাহি, প্রথম খন্ড, ২৫২ পৃ:।
২. আল মুসতাদরিক, কিতাবুল ঈমান, বাবুল বারাকাত মাআল আকাবির, হাদিস: ২১৮, ১/২৩৮।



www.dawateislami.net

কেরামদের বোঝানো হয়েছে, কম বয়সী হলেও। কারণ আল্লাহ পাক তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং এই ইবাদতকে সম্মান করা এবং তা রক্ষা করা সবার উপর আবশ্যক।[১]

তাই মুবাল্লিগদের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেন বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরামের সাহচর্যে থেকে তাদের যিয়ারতের মাধ্যমে নিজেদের দ্বীনি কাজগুলোতে বরকত হাসিল করেন। এই বিষয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুব ভালোভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

## আমীরে আহলে সুন্নাত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৭ পৃষ্ঠার একটি কিতাব, "তা'আরুফে আমীরে আহলে সুন্নাত"-এর ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ওলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ الله -এর প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা রাখেন এবং শুধু নিজেই তাদের সম্মান করেন না, বরং যদি কেউ তাঁর সামনে কোনো আলিমের ব্যাপারে কোনো ছোট কথা বলে, তাহলে তিনি কঠোরভাবে অসন্তুষ্ট হন। যেমন, তিনি এক জায়গায় লিখেন, "ইসলামে হক্কানী আলিমদের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে এবং তাদের দ্বীনি বিষয়াবলীর মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীদের চেয়ে অনেক বেশি। আলিমদের যিয়ারত করা সাধারণ ব্যক্তির সত্তর রাকাত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম।"[২] দাওয়াতে ইসলামীর সকল দায়িত্বশীল, বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য

---

১. ফয়যুল কদীর, হাদিসের পাদটীকা: ৩২০৫, ৩/২৮৭।
২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইলম, প্রথম খন্ড, হাদিস: ২৮৭৮৩, খন্ড: ৫, দশতম অংশ, পৃ: ৬৭।

আবশ্যক যে, তারা যেন আহলে সুন্নাতের আলিমদের সাথে কখনোই বিতর্কে না জড়ান, তাদের আদব ও সম্মানে কোনো কমতি না করেন, আলেমদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন, শরয়ী বিনা অনুমতিতে তাদের চরিত্র ও কর্মের উপর সমালোচনা করে গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ না করা।

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী খুদরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো আলেমের অবমাননা করবে, কিয়ামতের দিন তার চেহারায় লেখা থাকবে, 'এই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ'।"[১] এক চিঠিতে তিনি লিখেন: "আলেমদেরকে আমাদের প্রয়োজন নেই, বরং আমাদেরকে তাদের প্রয়োজন রয়েছে। এই মাদানী ফুলটি প্রত্যেক দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালার হৃদয়ে যেন গেঁথে যায়।"[২] এক জায়গায় তিনি বলেন: "আলেদের কদম থেকে সরলে পিষ্ট হয়ে যাবে।"

## অমুসলিমদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ -এর পবিত্র জীবন থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মুবাল্লিগদের কখনোই অমুসলিমদের রীতিনীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে দাওয়াতের মূলধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। যেমন হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ যখন নাজরানের দাওয়াতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন মদীনার অধিবাসী ইহুদীদের দাওয়াতের পদ্ধতিও দেখলেন, কিন্তু হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং পয়গম্বরগণের দাওয়াতের পদ্ধতি গ্রহণ

১. মুকাশিফাতুল কুলুব, ৭১ পৃ:।
২. তাআরিফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫৭ পৃ:।



www.dawateislami.net

করে যে সফলতা অর্জন করলেন, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আফসোস! আজকাল দ্বীনের সংস্কার ও প্রচারের নামে কিছু হতভাগা মুসলমান অমুসলিমদের পদ্ধতি গ্রহণ করে দাওয়াত ও ইবাদত করছে। না তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানদের মতো, না তাদের চেহারা-আকৃতি, না তাদের ধর্ম ও মাযহাব। বরং তারা না জেনে, না বুঝে অমুসলিমদের তাবলীগ পদ্ধতি অনুসরণ করছে, যদিও ইসলামী শরীয়ত অমুসলিমদের ইবাদতের পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। যেমন,

## আযানের সূচনা

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো, কিন্তু লোকদেরকে নামাযের সময় একত্রিত করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, যাতে জামাআতের সাথে নামাযের আয়োজন করা যায়। এতে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর সাথে পরামর্শ করলেন। কেউ ঘণ্টা বাজানোর পরামর্শ দিলেন, কেউ শঙ্খ ফুঁকানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুসলিমদের এই পদ্ধতিগুলো পছন্দ করলেন না। বরং আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই প্রস্তাব দিলেন যে, নামাযের সময় কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হোক যে সমগ্র মদীনার আবাদিতে নামাযের ঘোষণা করে দিবে। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পরামর্শটি পছন্দ করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন নামাযের সময় লোকদেরকে "جَامِعَةٌ اَلصَّلٰوةُ" (নামাযের জন্য সমবেত হও) বলে ডেকে দেন। অতঃপর, নামাযের সময় ঘোষণা করা হতো। এই সময়ে এক সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ



www.dawateislami.net

আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে আযানের শরয়ী শব্দগুলো শোনানো হচ্ছে। এরপর নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -ও একই রকম স্বপ্ন দেখলেন। রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে মনে করে গ্রহণ করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে হুকুম দিলেন যে, "তুমি বিলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও, কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে বেশি জোরালো ও উঁচু।" সুতরাং সেদিন থেকেই আযানের শরয়ী পদ্ধতি শুরু হলো, যা আজও প্রচলিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[১]

## উত্তম চরিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা উসায়েদ ইবনে হুজাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও হযরত সায়্যিদুনা সা'দ ইবনে মু'আয رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পূর্বেকার কঠোর আচরণ, হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব ইবনে উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম চরিত্রের বদৌলতে কোমলতায় পরিণত হয়েছিল। তারপর তাদের ভাগ্যের আরও পরিবর্তন ঘটল এবং আল্লাহ পাকের দয়া এভাবে প্রকাশ পেল যে, ইসলামের দাওয়াত এমন এক প্রভাব বিস্তারকারী তীর হয়ে তাদের অন্তরে এমনভাবে বিদ্ধ হলো যে, বনী আব্দুল আশহাল গোত্রে কুফর ও শিরকের কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব ইবনে উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র জীবনী থেকে এই মাদানী ফুলও (শিক্ষা) অর্জিত হয় যে, মুবাল্লিগদের

১. সিরাতে মুস্তফা, ১৮৪ পৃঃ।

কোনো অবস্থাতেই উত্তম চরিত্র, কোমল স্বভাব এবং হাসিমুখে থাকার আদর্শ হাতছাড়া করা উচিত নয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদিসে মুবারকাতেও এই গুণাবলীর অগণিত ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

## কোমল স্বভাব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক কোমল স্বভাবকে দয়া বা মেহেরবানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, আল্লাহ পাকের বাণী:

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ

(পারা ৪, সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো।

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, সৃষ্টিকুলের সরদার, সমস্ত নবীদের নবী, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং আমার মজলিসে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তিরা, যারা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও নম্র স্বভাবের, যারা মানুষকে ভালোবাসে এবং মানুষও তাদের ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে আমার জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার মজলিস থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে সেই ব্যক্তিরা, যারা বেশি কথা বলে, বাচাল এবং অহংকারী।[১]

১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব মা জাআ ফী মাআলিল আখলাক, হাদিস: ২০২৫, খণ্ড ৩, পৃ: ৪০৯।

## তোমাদের কাছে উত্তম, আমার নিকট নিকৃষ্ট

বর্ণিত আছে যে, (খলিফা) মামুনুর রশীদকে কেউ একজন নসীহত করতে গিয়ে কঠোর আচরণ করলে তিনি বললেন: হে ব্যক্তি! নম্রতা অবলম্বন করো, কারণ আল্লাহ তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام কে) আমার চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যক্তির (অর্থাৎ ফেরাউনের) কাছে পাঠিয়েও নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন:

فَقُوۡلَا لَهٗ قَوۡلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهٗ یَتَذَكَّرُ اَوۡ یَخۡشٰی

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ৪৪)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, এই আশায় যে, সে মনোযোগ দিবে অথবা কিছুটা ভয় করবে।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে
হার বনা কাম বিগাড় জাতা হে নাদানী মে

## উৎফুল্লতা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধময় বাণী হলো: উত্তম চরিত্র গুনাহকে এমনভাবে গলিয়ে দেয়, যেমন রোদ বরফকে গলিয়ে দেয়।[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষকে খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম চরিত্র অবশ্যই তাদেরকে খুশি করতে পারবে।[২]

---

১. শু'আবুল ঈমান, বাব ফী হুসনিল খুলুক, হাদিস: ৮০৩৪, খণ্ড ৬, পৃ: ২৫৩।
২. শু'আবুল ঈমান, হাদিস: ৮০৫৪, খণ্ড ৬, পৃ: ২৫৪।



www.dawateislami.net

# ঘৃণা ভালোবাসায় পরিণত হলো

মুবাল্লিগদের উৎসাহ প্রদানের জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পবিত্র জীবনীর একটি ঘটনা পেশ করা হলো: দাওয়াতে ইসলামীর শুরুর দিকে এক ব্যক্তি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে মন্দ বলতো এবং তাঁর ইমামতিতে নামায পড়াও ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন রাস্তায় এক বন্ধুর সাথে তাকে পাওয়া গেল। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে সালাম দিলেন, কিন্তু সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তিনি তার এই আচরণে কোনো প্রভাবান্বিত না হয়ে তার সামনে এসে হাসিমুখে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বললেন: খুব রেগে আছো ভাই? ---এবং এ কথা বলেই তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং উৎফুল্লতার সাথে আলিঙ্গন করলেন। তার বন্ধু বলেন যে, তিনি চলে যাওয়ার পর সে বলতে লাগল, 'অদ্ভুত মানুষ তো! আমার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। যখন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন মনে হলো যেন আমার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। আমি যদি কারো মুরীদ হই তো তাঁরই মুরীদ হবো।' এরপর সেই ইসলামী ভাই নিজের কথা অনুযায়ী তার মুরীদও হয়ে গেলেন এবং নিজের মুখে দাড়িও সুশোভিত করলেন।

আনজুমান মে ভী মুয়াসসার রেহী খলওয়াত উস কো
শময়ে মাহফিল কি তরাহ সব সে জুদা, সব কা রফিক



www.dawateislami.net

মিসলে খুরশীদে সাহার ফিকর কি তাবানী মে
বাত মে সাদা ও আযাদাহ, মাআনী মে দাফিক্ব
উস কা আন্দায নযর আপনে যমানে সে জুদা
উস কা আহওয়াল সে মাহরুম নেহী পীরানে তরিক্ব

## ধৈর্য ও সহনশীলতা আর ক্ষমা ও মার্জনা

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব ইবনে উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা উসায়েদ ইবনে হুজাইর এবং হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে মু'আয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কঠোর কথার জবাবে যে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমার ও মার্জনা প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয় এবং اِنْ شَآءَ الله মুবাল্লিগদের জন্য এটি সর্বদা আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। কারণ, সৎকাজের দাওয়াত দেওয়ার সময় যদি মুবাল্লিগের সাথে অনুচিত আচরণ করা হয়, তবে তার জন্য আবশ্যক হলো, সে যেন এমন মুহূর্তে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব ইবনে উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রদর্শন করে। নিঃসন্দেহে তার এই কাজ সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরে একটি কোমল স্থান তৈরি করবে এবং এর সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ পাবে। যেমন,

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ৯৮ পৃষ্ঠার একটি বই "নেকীর দাওয়াত এর ফযিলত" এর ৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে: নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীকে ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ হওয়া উচিত। আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা লোকমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই কথাটি বর্ণনা করে নেকীর দাওয়াতের সাথে সাথে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:



www.dawateislami.net

يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ

(পারা ২১, সূরা লুকমান, আয়াত: ১৭)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে আমার বৎস! নামায কায়েম রাখো এবং সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করো এবং যে বিপদাপদ তোমার উপর আপতিত হয় সেটার উপর ধৈর্যধারণ করো।

## ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব উদাহরণ

এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন আর তাঁকে এমন একটির এলাকার মসজিদের জন্য দান-অনুদান দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন যেখানে একটা মসজিদের খুব প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে ওই বুযুর্গকে মসজিদের জন্য অনুদান দেয়ার পরিবর্তে তাঁকে গালিগালাজ করল এবং তাঁর চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে বলল: “তোমরা নিজেদের জন্য সম্পদ জমা করো এবং সঠিক খাতে (অর্থাৎ খরচের সঠিক জায়গায়) তা ব্যবহার করো না।” সেই নেককার ব্যক্তিটি নিজের চেহারা থেকে থুথু পরিষ্কার করতে করতে বললেন: “তোমরা আমার সাথে যা করেছো, তা তো আমি গ্রহণ করে নিয়েছি, কিন্তু মসজিদ বানানোর জন্য আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কাছে আমি চেয়েছি।” এই কথা শুনে তাদের মধ্যে অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ সৃষ্টি হলো এবং তারা দ্রুততার সাথে অনেক অর্থ বের করে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিল। নেকীর দাওয়াত দাতা বুযুর্গ যদি ধৈর্যের সাথে কাজ না করতেন এবং যুবকটির পক্ষ থেকে দেওয়া কষ্ট সহ্য না করতেন, তবে তার কাছে ক্ষমাও চাওয়া হতো না আর তিনি চাঁদা সংগ্রহে সফলও হতেন না।[১]

১. নেকীর দাওয়াত এর ফযিলত, পৃ: ৫৫।



www.dawateislami.net

## ক্ষমা ও মার্জনার বাস্তব দৃষ্টান্ত

হায়! আমাদের অন্তরে এমন অনুভূতি সৃষ্টি হতো যে, আমরা অপরের জন্য নিজের সত্তা ও আত্মমর্যাদাকে ত্যাগ করতে শিখতাম। যেমনটি আমাদের বুযুর্গদের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা কোন কটূক্তিকারীর সাথেও কঠোর ব্যবহার করতেন না। যেমন, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে একবার যখন কিছু নিন্দাপূর্ণ চিঠি (অর্থাৎ গালিতে ভরা) পেশ করা হলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে অনেকে রাগান্বিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবো, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "যারা আমার প্রশংসাপত্র লিখে, প্রথমে তাদেরকে ফুলের তোড়া দাও, এরপর যারা গালিগালাজ লিখে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করো।"(১) অর্থাৎ যেহেতু যারা প্রশংসা করে তাদেরকে পুরস্কৃত করো না সেহেতু গালমন্দকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে কেন!

আহমদ রেযা কা তাযা গুলিস্তাঁ হে আজ ভী
খুরশীদে ইলম উন কা দরখশাঁ হে আজ ভী

## আমীরে আহলে সুন্নাতের ক্ষমাশীলতা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক পর্যায়ের কথা, যখন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বাবুল মদীনা (করাচী) এর বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে দরস, বয়ান এবং ইনফিরাদি কৌশিশ তথা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে

১. হায়াতে আলা হযরত, খন্ড ১, পৃ: ১২০, সংক্ষেপিত।

দাওয়াত দিতেন। সেই সময়ে করাচীর শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি আজকের (অর্থাৎ ২০০৮ সাল) তুলনায় অনেক ভালো ছিল। একবার তিনি হরতালের কারণে রাতে পায়ে হেঁটে নিজের ঘরে (যেটা মূসা লাইনে অবস্থিত সেটাতে) ফিরে আসছিলেন। আল্লাহর রাস্তার সেই সফরে তাঁর সাথে দাওয়াতে ইসলামীর দুইজন ভাইও ছিলেন। যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বাবুল মদীনা করাচীর একটি বিখ্যাত স্থানে (একটি পুলিশ স্টেশনের কাছে) পৌঁছালেন, সেখানে কিছু যুবক (যাদের ভাব-ভঙ্গি ভদ্রলোকদের মতো ছিল না) খোশগল্পে মগ্ন ছিল। তাদের মধ্যে একজনের মন্দ চিন্তা আসল আর সে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর গায়ে পান চিবানোর পিক মেরে দিল যার ফলে পিক লেগে যাওয়ায় তার কাপড় খারাপ হয়ে গেলো। এটি একটি অনৈতিক কাজ ছিল আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে থাকা সেই ২ জন ইসলামী ভাই এগিয়ে এসে কিছু বলতে গেলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তাদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করার সময় তো এটাই।

এটা বলে সেই বদ-মেজাজী যুবকের কাছে পৌঁছে সালাম করার পর অত্যন্ত নম্রতার সাথে ক্ষমা চেয়ে বললেন: "প্রিয় ভাই! আমার উপর পানের পিক ফেলে আপনার কী লাভ হলো?" ওই যুবকটি বলল: "এমনি, আমাদের মৌলভীদের জ্বালাতন করতে খুব মজা লাগে।"

যদি আপনার মন এতেই খুশি হয়, তাহলে নিন আরও পিক ফেলুন– আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অত্যন্ত নরম সুরে একথা বলে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই স্নেহপূর্ণ আচরণ দেখে ওই যুবকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল

এরপর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুচকি হাসির সাথে নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি বললেন, "ভাইয়েরা! এভাবেই ক্ষমা পাওয়া যাবে না, প্রথমে আপনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে চা খেতে হবে।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তারা প্রভাবিত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে চা পান করল, এই সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন, যা গুলজার-ই-হাবীব মসজিদ (গুলশান-ই-ইকবাল, বাবুল মদীনা, করাচী)-তে অনুষ্ঠিত হতো। ওই যুবকরা শুধু ইজতেমায় অংশগ্রহণের নিয়তেই আসেনি, বরং বৃহস্পতিবার ইজতেমার জন্য গুলজার-ই-হাবীব মসজিদে আগেভাগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

এটা দেখে তাদের চক্ষু বড় বড় হয়ে গেলো যে, যাকে তারা সাধারণ মানুষ মনে করে বিরক্ত করেছিল, সেই ব্যক্তিই হাজার হাজার মানুষের ইজতেমায় বয়ান করছিলেন এবং ইজতেমায় উপস্থিত লোকেরা খুবই মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে বয়ান শুনছে। সে তার পাশে বসা ইসলামী ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো বয়ানকারী লোকটি কে? সে বলল: তিনি দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। সেই যুবকটি আরও বেশি প্রভাবিত হলো যে, ইনি তো অনেক বড় আলিমে দ্বীনও। বয়ানের শেষে যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হৃদয়গ্রাহী দোয়া করালেন, তখন সেই ইসলামী ভাইয়েরাও কেঁদে কেঁদে নিজেদের গুনাহের জন্য তাওবা করল এবং নিজেদের পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সালাত ও সালামের

পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه স্বয়ং নিজে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাত করা শুরু করে দিলেন। যখন তিনি ইসলামী ভাইদের উপর দৃষ্টি ওই যুবকদের দিকে পড়ল তখন নিজে থেকেই তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রত্যেককে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যে, সেইদিন আর আজকের দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰه, ওই সমস্ত ইসলামী ভাইয়েরা এখন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুবাল্লিগ হোন তো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মতো হোন! যদি সেই যুবকদের সেই অর্থনৈতিক কাজের উপর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাগান্বিত হয়ে তাদের সাথে ঝগড়া করতেন তবে এই মাদানী ফলাফল পেতেন না। তাই আমাদের উচিত বিশেষভাবে ভালো কাজের দাওয়াত দেওয়ার সময় যদি কেউ এমন কোনো হৃদয়-জ্বালানো কথা বলে, যা আপনার অন্তরকে আঘাত করে, তখন নিজের জিহ্বা ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। কারণ যখন জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন অনেক সময় তা লুকোচুরি খেলায় পরিণত হয়।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে
হার বনা কাম বিগাড় জাতা হে নাদানী মে

আল্লাহ পাকের উপর রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক।

# আত্মবিশ্বাস

মুবাল্লিগে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনী থেকে এটাও জানা গেলো যে, বিপদের সময় তাঁর মধ্যে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল এবং তিনি নিজের সম্মুখস্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কারণে মোটেও ভীত-সন্ত্রস্ত হতেন না। এ কারণেই আব্দুল আশহাল গোত্রের বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী সর্দার হযরত উসাইদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার রুক্ষ মেজাজ দেখেও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে এই কথা বলেছিলেন: "আমার কাছে বসে আমার কথা শুনুন! যদি কথাটি আপনার বোধগম্য হয়, তবে মেনে নিবেন, আর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা আপনাকে জোর করবো না, (এখান থেকে) চলে যাব।" তাঁর কোমল স্বভাব ও আত্মবিশ্বাস দেখে তিনি তাঁর কথা শোনার জন্য বাধ্য হয়েছিলেন। তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাতের জন্য মুবাল্লিগগণকে এটা মনে রাখতে হবে যে, তাদের সামনে থাকা ব্যক্তি যত বড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন, তারা যেন কখনোই নিজেদেরকে হীনম্মন্যতার শিকার মনে না করেন, বরং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ইনফিরাদি কৌশিশ তথা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তবে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ যেন মাদানী পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে তিনি আত্ম-অহমিকায় লিপ্ত না হন। বরং আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করুন, যিনি তাঁকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তৌফিক দান করেছেন এবং এই ব্যক্তিত্বের অন্তরে মাদানী পরিবেশের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন।

# বিষয়ভিত্তিক বিচক্ষণতা

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুলটিও পাওয়া যায় যে, মুবাল্লিগের এই বিষয়ে বিচক্ষণ হওয়া উচিত। যেমনিভাবে হযরত উসাইদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এবং হযরত সা'দ বিন মু'আয رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -কে হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ যেভাবে কোমলতা দেখিয়েছিলেন এবং হযরত আস'আদ বিন যুরারা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -কে কঠোর আচরণ থেকে বিরত রেখেছিলেন, তাতে যদি হযরত আস'আদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ -এর কঠোর আচরণের জবাবে যেভাবে তিনি কোমল ব্যবহার দেখিয়েছেন মুবাল্লিগগণ এই পদ্ধতিকে নিজের অন্তরে ভালোবাসার ফুলদানিতে সাজিয়ে নেন, তবে اِنۡ شَآءَ اللہ চারিদিকে নেকীর দাওয়াতের সাড়া পড়ে যাবে। যেমন-

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব: "ইনফিরাদি কোশিশ (ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা)," এর ১৩৫ নং পৃষ্ঠায় আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ -এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "যে (ব্যক্তি) কোমলতা অবলম্বন করবে, সে সফল হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুবাল্লিগের বিচক্ষণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ এটা জানা উচিত যে, কখন, কার সাথে, কী কথা বলতে হবে? যেমন আপনার সাথে কোনো নতুন ইসলামী ভাই দেখা করতে এলেন এবং তিনি এসে আপনাকে বললেন যে, আমার মায়ের ক্যান্সার হয়েছে আর আপনি



www.dawateislami.net

তার অন্তরের অবস্থা বিবেচনা না করেই মৃত্যুর কল্পনা থেকে কথা শুরু করে দিলেন যে, “অচিরেই মৃত্যু আসতে চলেছে এবং তোমার মা তো একেবারে কবরের কিনারে পৌঁছে গেছেন,” ইত্যাদি। এই ধরনের কথাবার্তার তার উপর আপনার ব্যাপারে কী প্রভাব পড়বে? তা অনুমান করা কঠিন নয় বরং হতে পারে সে নিজের মুখেও সেটা প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতিতে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে দুঃখ প্রকাশ করুন এবং কিছু এইভাবে তাকে শান্তনা দিন: "আল্লাহ পাক আপনার আম্মাকে দ্রুত আরোগ্য দান করুক, তাঁকে বিপদ, দুঃখ ও পেরেশানী থেকে রক্ষা করুক।" আমি ইজতেমাতেও দোয়া করব, اِنْ شَآءَ الله বরং সম্ভব হলে আপনিও আমার সাথে চলুন, আমরা দুই ভাই মিলে দোয়া করব এছাড়া আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে। তাই আপনিও চেষ্টা করে মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে নিজের ও আম্মার জন্য দোয়া করুন।

## স্বর্ণ-রুপা অপেক্ষা অধিক সুন্দর উপদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কথা না বলি হতে পারে ওই কারণে সেই ইসলামী ভাই আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে এবং আমরা লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হব। এইজন্য হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত এই পাঁচটি উপদেশ সবসময় মনে রাখা উচিত। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا পাঁচটি উপদেশ দিয়েছেন যা আমার কাছে স্বর্ণ ও রুপার চেয়েও অধিক সুন্দর আর তা হলো:



www.dawateislami.net

(১) অহেতুক বিষয়ে কখনো কথা না বলা কেননা এটি নিরাপত্তার খুব সন্নিকটে আর ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে নির্ভীক না হওয়া।

(২) প্রয়োজনীয় বিষয়েও স্থান-কাল বিবেচনা না করে কখনো কথা না বলা। কেননা অসময়ে নিজের উপকারের বিষয়েও স্থান-কালের খেয়াল না করে কথা বললে তাকে লজ্জিত হতে হয়।

(৩) কোনো ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাথে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকো আর না কোন মূর্খ ব্যক্তির সাথে, কেননা ধৈর্যশীল ব্যক্তি তোমাকে পরাস্ত করবে আর মূর্খ ব্যক্তি তোমাকে কষ্ট দিবে।

(৪) তোমার কোনো ভাই যখন তোমার কাছে উপস্থিত না থাকে, তখন তার সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করো না, যেটা তুমি পছন্দ করবে যে, সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্পর্কে এমন আলোচনা করুক এবং তার প্রত্যেকটি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও, যেটা তুমি তার পক্ষ থেকে নিজের জন্য ক্ষমা পছন্দ করো।

এরপর তাদের মধ্যে কোনো যুবক বৃদ্ধ হবে, তখন তাদের প্রত্যেকের কথাবার্তা, পোশাক, থাকা-খাওয়ার এবং চিন্তা-ভাবনার ধরণ আলাদা হয়। সুতরাং! তাদের প্রত্যেকের মন-মানসিকতা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করা, ৪১ দিনের মাদানী ইনআমাত কোর্স করা এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান ও মাদানী মুযাকারা শোনা খুবই উপকারী।



www.dawateislami.net

## মনোভাব উপলব্ধি করার ২টি পদ্ধতি

মনোভাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা জানা যে, কার সাথে কিভাবে এবং কী কথা বলতে হবে? সুতরাং মুবাল্লিগদের জন্য আবশ্যক যে, তারা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুটি মৌলিক বিষয় সর্বদা মাথায় রাখবেন:

{১} সম্বোধিত ব্যক্তিটি কে?

{২} নেকীর দাওয়াত কেমন হবে? অর্থাৎ, নেকীর দাওয়াত পেশ করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করে নেওয়া যে, কোন শব্দ দ্বারা নেকীর দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে এবং সেগুলো কেমন।

এই দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, মুবাল্লিগদেরকে মানুষের মনোভাব বোঝার জন্য যে বিষয়গুলোর উপর আমল করা উচিত, আসুন আমরা তার একটি পর্যালোচনা করি:

## {১} সম্বোধিত ব্যক্তি কে?

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আপনি যাকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছেন, তার মর্যাদা ও যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো মাথায় রাখা।

## সম্বোধিত ব্যক্তির মেজাজের প্রতি খেয়াল রাখা

সম্বোধিত ব্যক্তির মেজাজের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত যে, এই মুহূর্তে সে কি ঝগড়াটে মেজাজে আছে? নাকি মতবিরোধ ও বিতর্ক করার দিকে এগুচ্ছে? নাকি সে রাগান্বিত অবস্থায় আছে? নাকি সে অ-গম্ভীর? কারণ এই অবস্থাগুলোতে দাওয়াতের ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, বরং না হওয়ার সমান।

সম্বোধিত ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে তর্কে লিপ্ত থাকে বা একগুঁয়ে হয়ে থাকে, তাহলে সেই সময়ে মুবাল্লিগের জন্য উত্তম হলো সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থেকে দ্রুত সেখান থেকে সরে যাওয়া আর যখন কখনো অন্য কোনো সময় সে মানসিক বিভ্রান্তি ইত্যাদির শিকার না হয়, তখন সেই সময়ে হক কথা বলার ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۶۹﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত: ৬৮, ৬৯)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে লেগে আছে, তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণ আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না। এবং পরহেযগারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই, হ্যাঁ, উপদেশ দেয়া, হয়তো তারা ফিরে আসবে।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতগুলোর অধীনে বলেন: হে মুসলমান! যখন তুমি এমন লোকদের দেখবে, যারা কুরআনের আয়াত বা মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ব্যস্ত, তখন তাদের কাছে যেও না, তাদের কাজে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করো না, আর না তাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনবে, বরং সেই কাজ থেকে তাদের বাধা

দাও। আর যদি বাধা দিতে না পারো, তাহলে সেখান থেকে চলে যাও, যতক্ষণ না তারা সেই বিষয়টি বাদ দিয়ে অন্য কোন আলোচনা শুরু করে। যদি কখনো শয়তান তোমাকে আমাদের এই হুকুম ভুলিয়ে দেয় আর তুমি সেখানে বসে যাও, তাহলে যখনই মনে পড়বে, তখনই সেখান থেকে উঠে পড়ো, এক মূহুর্তের জন্যও সেখানে বসবে না কেননা তারা যালিম গোত্র, তাদের সাথে উঠা-বসাকারীও যালিম। হ্যাঁ! যেই মুসলমান কোন অপারগতার কারণে সেখানে বসতে বা যেতে বাধ্য হয় তাহলে তাদের কুফরীর হিসাব সেই অপারগ ব্যক্তির উপর বর্তাবে না এবং সেই অপারগ মুসলমান গুনাহগার হবে না তবে মনে রাখবেন! অজুহাতের বাহানা না বানানো, বরং মন থেকে তাদের প্রতি ঘৃণা রাখা এবং তাদের কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা, তাদেরকে সাধ্যমতো উপদেশ দেওয়া এবং এই আশা রাখা যে, হয়তো এই লোকেরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ পাক চাইলে এরা মুসলমান হয়ে যাবে তবে এই অবস্থায় তুমি সাওয়াব ও প্রতিদান পাবে।[১]

## সম্বোধিত ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি খেয়াল রাখা

সম্বোধিত ব্যক্তির মর্যাদা এবং তার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখা উচিত, কেননা এসব লোকেরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান পেতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। যদি মুবাল্লিগ তার মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি খেয়াল না রাখে, তাহলে সম্ভবত শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে দিবে এবং সত্য কথা শোনা থেকে বিরত রাখবে। যেমনটি আমাদের সায়্যিদুনা মূসা ও হারূন عَلَيْهِمَا السَّلَام -কে যখন ফেরাউনের কাছে পাঠানো

১. তাফসীরে নঈমী, খন্ড ৭, পৃ: ২৬৪।



www.dawateislami.net

হয়েছিল, তখন তাকে নরম ভাষা ব্যবহার করার জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

اِذْهَبَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۴۳﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿۴۴﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৩, ৪৪)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তোমরা দুজন ফেরআউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে মাথাচাড়া দিয়েছে। অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে, এই আশায় যে, সে মনোযোগ দিবে অথবা কিছুটা ভয় করবে।

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-এর প্রশিক্ষণ এই নীতির উপরই করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ মানুষের সাথে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো। সুতরাং এই কারণেই হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন বনী আবদিল আশহাল গোত্রের সর্দারদের সাথে তাদের পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নরম স্বরে কথা বললেন এবং সত্য দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন।

অতএব, সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াতের প্রসার ঘটানোর জন্য মুবাল্লিগদের উপর আবশ্যক হলো যে, তারা যেন তাদের সম্বোধিত ব্যক্তির পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিপূর্ণভাবে নেকীর দাওয়াত পেশ করেন। যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সম্বোধিত ব্যক্তির পদমর্যাদার অনেক বেশি খেয়াল রাখতেন। যেমনটি সাজ্জাদানশীন সরকারে কালাঁ মারহারা শরীফের হযরত মাহদী হাসান মিঞা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি যখন বেরেলী শরীফ আসতাম, তখন আলা হযরত নিজে খাবার নিয়ে আসতেন এবং হাত ধুইয়ে



www.dawateislami.net

দিতেন। একবার আমি সোনার আংটি ও ব্রেসলেট পরেছিলাম, রীতি অনুযায়ী যখন তিনি হাত ধোয়াতে লাগলেন, তখন বললেন: “হে শাহজাদা হুজুর! এই আংটি ও ব্রেসলেট আমাকে দিয়ে দিন!” আমি সেগুলো খুলে দিয়ে বুম্বাই চলে গেলাম। বুম্বাই থেকে মারহারা শরীফ ফিরে এলে আমার মেয়ে ফাতেমা বলল: “আব্বা হুযুর! বেরেলী শরীফের মাওলানা সাহেব (অর্থাৎ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর কাছ থেকে একটি পার্সেল এসেছিল, যাতে ব্রেসলেট, আংটি এবং একটি চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল: “হে শাহজাদী সাহেবা, এই দুটি সোনার জিনিস আপনার (কারণ পুরুষদের জন্য এগুলো পরা জায়েয নয়)।”[১]

## সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা

মুবাল্লিগদের জন্য নেকীর দাওয়াত পেশ করার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার প্রতি খেয়াল রাখাও অত্যন্ত জরুরি। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুযাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে বললেন, “আমার কাছে বসুন আমার কথা শুনুন! যদি ভালো লাগে, তবে তা মেনে নিবেন, আর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা আপনাকে জোর করব না, বরং এখান থেকে চলে যাব।" তখন তিনি ভাবলেন, যদি এভাবে বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়, তবে তা-ই উত্তম। অতঃপর, কালামে ইলাহীর মধুর বাণী শুনেই তিনি মাথা নত করে দিলেন। যেমন একটি বর্ণনায় আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার স্ত্রীর গর্ভে একটি কালো

১. হায়াতে আলা হযরত, খণ্ড ১, পৃ: ১০৫।



www.dawateislami.net

বর্ণের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যা আমার চেহারার মতো নয়, তাই আমার মনে হচ্ছে এই সন্তান আমার নয়। গ্রাম্য লোকটির এই কথা শুনে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ তোমার কাছে কি কিছু উট আছে? সে বলল: জি হ্যাঁ! আমার কাছে অনেক উট আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ তাদের রঙ কেমন? সে বলল: তাদের রঙ লাল। তখন তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: তাদের মধ্যে কি কিছু খাকি রঙেরও আছে? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ! কিছু উট খাকি রঙেরও আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: فَأَنَّى أَتَاهَا؟ তারা কোথা থেকে এলো অর্থাৎ লাল উটের বংশে খাকি রঙের উট কিভাবে এবং কোথা থেকে জন্ম হলো? সে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার লাল উটগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো একটি খাকি রঙের উট ছিল। তার বংশগতি তাকে নিজের রঙের দিকে টেনে নিয়েছে। তাই লাল উটের বাচ্চা খাকি রঙের হয়েছে। এই কথা শুনে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবেই সম্ভব যে, তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কেউ কালো বর্ণের ছিল এবং তার বংশগতি অনুসারে তোমার বাচ্চার কালার কালো হয়েছে।[১]

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমল দ্বারাও এটা জানা যায় যে, কথাবার্তা সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অনুযায়ী হলে তা প্রভাব ফেলে এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে মাঝে শিক্ষা দিতেন। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: أُمِرْنَا اَنْ نُّكَلِّمَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ অর্থাৎ আমাদেরকে মানুষের বোধশক্তি অনুযায়ী কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।[২]

---

১. বুখারী, কিতাবুত তালাক, বাব ইযা আরদা বিনাফয়িল ওয়ালাদ, হাদিস: ৫৩০৫, খন্ড ৩, পৃ: ৪৯৭।
২. ফিরদাউসুল আখবার, হাদিস: ২১৬৩, খন্ড ১, পৃ: ২২৯।


www.dawateislami.net

# সম্বোধিত ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী আলা হযরতের ইনফিরাদি কৌশিশ

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযের পর দিল্লী (হিন্দুস্তান) এর একটি মসজিদে ওযীফা পাঠে মশগুল ছিলেন। একজন ভদ্রলোক আসলেন এবং আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। যতক্ষণ কিয়াম ছিলেন, মসজিদের দেয়ালের দিকে দেখতে থাকলেন, রুকুতেও মাথা উপরে উঠিয়ে সামনের দেয়ালের দিকেই দৃষ্টি রাখলেন। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরও নিজের ওযীফা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে নিজের কাছে ডেকে এনে শরয়ী মাসআলা বোঝালেন যে, নামাযের কোন কোন অবস্থায় কোথায় কোথায় দৃষ্টি রাখা উচিত। অতঃপর বললেন: রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের উপর থাকা উচিত। এটা শোনার সাথে সাথেই ওই ভদ্রলোক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেন এবং বলতে লাগলেন: বাহ্ সাহেব! বড় মাওলানা সেজেছেন, নামাযে কিবলার দিকে মুখ করা আবশ্যক আর আপনি আমার মুখ কিবলা থেকে ফেরাতে চাইছেন! এটা শুনে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার বোধগম্যতা অনুযায়ী কথা বলতে গিয়ে বললেন: তাহলে তো সিজদাতেও কপালের পরিবর্তে থুতনি মাটিতে লাগান! এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যটি শুনে তিনি একদম চুপ হয়ে গেলেন এবং তার এটা বুঝে আসল যে, কিবলামুখী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিবলার দিকে মুখ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, বরং সঠিক মাসআলা ওটাই যা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেছেন।[১]

১. হায়াতে আ'লা হযরত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩০৪।



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত আলা হযরতের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ উক্তি "اَلنَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ كَلِّمُوْا" অর্থাৎ "লোকদের সাথে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলো"-এর উপর আমল করে যখন একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বললেন, তখন তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য বছরের পর বছর ধরে নামাযে ভুলকারী ব্যক্তির মুহূর্তের মধ্যে সংশোধন করে দিলো। সুতরাং নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টাকারী মুবাল্লিগদের উচিত, এই মাদানী ফুলকে নিজের অন্তরের মাদানী তোড়ায় সাজিয়ে ইসলামী ভাইদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা, সাপ্তাহিক ইজতিমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা করা, اِنْ شَآءَ الله সফলতা তার কদম চুম্বন করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সন্দেহ ও সংশয় দূর করা

মুবাল্লিগদের উপর আবশ্যক যে, যদি সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরে কিছু সন্দেহ ও সংশয় থাকে বা কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকে, তবে প্রথমে তার মানসিক যোগ্যতা অনুসারে দলিল দ্বারা সেগুলো দূর করা অথবা এমনভাবে কথোপকথন করা যাতে তা নিজে থেকেই দূর হয়ে যায়। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুযাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে ক্রোধমিশ্রিত কন্ঠে বললেন, "তোমরা দুজন এখানে কেন এসেছো?



www.dawateislami.net

তোমাদেরকে আমাদের দুর্বলদেরকে বিপথগামী করার এবং তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার অনুমতি কে দিয়েছে? যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এখনই এখান থেকে চলে যাও।” তখন তিনি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অতঃপর যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর সুললিত কণ্ঠে তাদেরকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন।

## অমুসলিমদের উপর আলা হযরতের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

মাওলানা সৈয়্যদ আইয়ুব আলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা মতে, যোহরের পূর্বে হযরত উস্তাযুল ওলামা মাওলানা মৌলভী হাকিম নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী ও হযরত মাওলানা মৌলভী রহম-ই-ইলাহী (শিক্ষক, মাদ্রাসা মানযারে ইসলাম, বেরেলী) رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا আলা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক আর্য (অর্থাৎ হিন্দু) এসে বলতে লাগলো: আমার কিছু প্রশ্ন আছে, যদি সেগুলোর উত্তর দিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি ও আমার স্ত্রী-সন্তান সবাই মুসলমান হয়ে যাবো। যেহেতু আযান হয়ে গিয়েছিল, আর জানা ছিল না যে এর উত্তর দিতে কত সময় ব্যয় হবে? এই ভেবে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমাদের নামাযের সময় হয়েছে, অপেক্ষা করুন, এরপর যা প্রশ্ন করবেন, اِنۡ شَآءَ الله উত্তর দেওয়া হবে। সে বলতে লাগলো: একটি প্রশ্ন তো এটাই যে, আপনাদের এখানে ইবাদতের পাঁচটি সময় কেন নির্ধারিত? পরম ঈশ্বরের ইবাদত যত বেশি করা হয় ততই ভালো। মাওলানা নঈম উদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এই আপত্তি তো আপনার নিজের উপরও প্রযোজ্য হয়। মাওলানা রহম-ই-ইলাহী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন:

আমার কাছে (তোমাদের ধর্মের বই) 'সত্যার্থ প্রকাশ' বাড়িতে আছে, আমি এখনই আনিয়ে দেখাতে পারি।

অবশেষে এটি সিদ্ধান্ত হলো যে, যতক্ষণ না বই আসছে, ততক্ষণ নামায আদায় করে নেওয়া যাক। সেই আর্য লোকটি ততক্ষণ ফটকে বসে রইলো। নামাযের পর সে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো পেশ করলো:

* কুরআন একটু একটু করে কেন নাযিল হলো? একবারে কেন আসলো না, যেহেতু সেটা আল্লাহর কালাম, আল্লাহ তো সক্ষম ছিলেন যে এক সাথেই অবতীর্ণ করে দিতেন।
* আপনার নবীকে মিরাজের রাতে আল্লাহ যখন ডাকলেন, তখন আবার তাঁকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠালেন কেন? তিনি তো তাঁর প্রিয় ছিলেন?
* পাঁচ ওয়াক্ত ইবাদত সম্পর্কিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখা শর্তযুক্ত হলো।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো শুনে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনই দিচ্ছি, কিন্তু তুমি যে ওয়াদা করেছো তার উপর অটল থাকো। সে বললো: হ্যাঁ! আমি আবার বলছি যে, যদি আপনি আমার প্রশ্নগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেন, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব এবং আমার স্ত্রী-সন্তানদেরকেও এনে মুসলমান বানিয়ে দিব। যখন ভালোভাবে কথা ও প্রতিশ্রুতি এবং দৃঢ় ওয়াদা করিয়ে নিলেন, তখন তিনি বললেন: প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো এই যে, যে জিনিস ঠিক প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায়, তার গুরুত্ব হৃদয়ে বেশি হয়, তাই আল্লাহ পাক তাঁর কালামকে পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ ধাপে ধাপে) অবতীর্ণ করেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন: মানুষ শিশুর রূপে আসে, তারপর যুবক হয়, তারপর বৃদ্ধ হয়, আল্লাহ পাক তো সক্ষম ছিলেন, বৃদ্ধই কেন সৃষ্টি করলেন না?

অতঃপর তিনি বললেন: মানুষ চাষাবাদ করে, প্রথমে চারা গজায়, এরপর কিছুদিন পর তাতে শিষ আসে, এরপর দানা বের হয়, তিনি তো সক্ষম ছিলেন, একবারে শস্য কেন সৃষ্টি করলেন না।

এরপর 'সত্যার্থ প্রকাশ' বইটি আনা হলো, যাতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো ছিল:

* ... অধ্যায় তৃতীয় (শিক্ষা), পনেরোতম শিরোনাম: "অগ্নিহোত্র (অর্থাৎ পূজা) সকাল ও সন্ধ্যায় দুই সময়েই করবে।"
* ... অধ্যায় চতুর্থ (গৃহস্থালি), ৬৪তম শিরোনাম: সন্ধ্যা (হিন্দুদের সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনা) দুই সময়েই করা উচিত।

এই উদ্ধৃতিগুলো শুনে সেই আর্য লোকটির জন্য মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল? সুতরাং! স্বীকার করে নিয়ে সে মিরাজ শরীফ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলো। এই প্রসঙ্গে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এটাকে এভাবে বোঝো যে, এক বাদশাহ তার রাজ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, সেই সুবেদার বা প্রতিনিধি বাদশাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করেন। বাদশাহ তার উপর খুশি হয়ে তাকে কাছে ডাকেন এবং পুরস্কার ও মহামূল্যবান পোশাক প্রদান করেন। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করে নিজের কাছে রেখে দেন না।

এই কথা শুনে সে বললো, "আপনি আমাকে পুরো বিষয়ে সন্তুষ্টি করেছেন এবং আমি ভালোভাবে বুঝেছি। আমি এখনই গিয়ে আমার স্ত্রী ও



www.dawateislami.net

সন্তানদের নিয়ে এসে নিজে মুসলমান হবো এবং তাদেরকেও মুসলমান করাবো।”[১]

سُبْحَانَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখেছেন যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিভাবে ভালোবাসার ভঙ্গিতে সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিক যোগ্যতা অনুসারে তার ইসলাম সম্পর্কিত সন্দেহ ও সংশয় দূর করেছেন, যার ফলে সে তার স্ত্রী ও সন্তানসহ মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ পাক আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুক। আর হায়! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর সদকায় আমাদের সকলকেও এমন কথোপকথনের সলিকা (পদ্ধতি) দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (২) নেকীর দাওয়াত কেমন হওয়া উচিত?

মানুষের মনোভাব উপলব্ধির জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় হলো, মুবাল্লিগগণ যেন এ বিষয়ে খেয়াল রাখেন যে, তাদের উপস্থাপিত নেকীর দাওয়াতটি কেমন। সুতরাং তাদের উচিত, এ ব্যাপারে ইসলাম এবং আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শেখানো দাওয়াতের পদ্ধতিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা। অতএব, দাওয়াতের গুরুত্ব (অর্থাৎ মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা) এ বিষয়টি থেকে অনুমান করুন যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে দাওয়াতের আদব-কায়দা নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমনটি ১৪তম পারার সূরা নাহলের ১২৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

১. হায়াতে আলা হযরত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৮৭।



www.dawateislami.net

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ
(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ওই পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি দেখেছেন! আমাদের প্রিয় প্রতিপালক আমাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় অন্যদেরকে সৎকাজের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র ও পদ্ধতি সুন্দর প্রচারকার্যের দিকে দেখুন যে, তিনি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উত্তম উপদেশের তাওফীকে, বর্বরতা ও পাশবিকতায় পূর্ণ রক্তপিপাসু, পশুর চেয়েও অধম মানুষকে কিভাবে মানবতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পথভ্রষ্টদের ভাগ্যকে কেমন উত্তম কৌশলে পরিবর্তন করতেন, তার একটি সুন্দর ঝলক দেখুন।

## আমাকে গুনাহ করার অনুমতি দিন

আমরা দুঃখীদের হৃদয়ের প্রশান্তি, উভয় জগতের সরদার, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে এক যুবক উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এ কথা শোনা মাত্রই সকল সাহাবায়ে কেরাম রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং তাকে মারতে চাইলেন। তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে মেরো না। অতঃপর তাকে কাছে ডেকে বসালেন এবং অত্যন্ত কোমলতার সাথে

বললেন: হে যুবক! তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, কোনো ব্যক্তি তোমার মায়ের সাথে এমন কাজ করুক? সে বলল: আমি কীভাবে এটিকে বৈধ (জায়েয ও মুবাহ) মনে করতে পারি? তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তাহলে অন্য লোকেরাও এটিকে কীভাবে বৈধ মনে করতে পারে? তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার মেয়ের সাথে যদি কেউ এমন করে, তাহলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? সে আরয করল: জি না। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবার জিজ্ঞেস করলেন: তোমার বোনের সাথে যদি কেউ এমন অন্যায় আচরণ করে বা তোমার খালার সাথে? এভাবে তিনি এক এক করে প্রতিটি আত্মীয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন এবং সে বলতে লাগল যে আমি এটা পছন্দ করি না এবং অন্যরাও এতে রাজি হবে না। তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার বুকে হাত রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: ইয়া ইলাহী! এর অন্তরকে পবিত্র করুন, এর লজ্জাস্থানকে রক্ষা করুন এবং এর গুনাহ মাফ করে দিন। এর পরে সেই ব্যক্তি সারা জীবন ব্যভিচার থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে থাকল।[১]

ইজাবাত কা সাহারা ইনায়াত কা জোড়া
দুলহান বনকে নিকলী দোয়ায়ে মুহাম্মদ
ইজাবাত নে ঝুক কর গলে সে লাগায়া
বঢ়ী নায সে জব দোয়ায়ে মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি দেখেছেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সত্যভাষী যবান থেকে নির্গত প্রতিটি শব্দ সেই

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২২২৬৪, খণ্ড ৮, পৃ: ২৮৫।



www.dawateislami.net

যুবককে পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তারপর তাঁর দোয়ার বরকতে সেই যুবক চিরকালের জন্য সেই মন্দ কাজ থেকে তাওবা করে ফেলল। সুতরাং, মুবাল্লিগদের জন্যও আবশ্যক যে তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সময় এমন শব্দ নির্বাচন করবে যা কেবল শ্রোতার হৃদয়ে তীরের মতো গেঁথে যাবে না, বরং তাকে গুনাহের পরিপূর্ণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে দিবে এবং সে হাতোহাত মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাবে বা মুসাফির হওয়ার নিয়ত করে নিবে।

## সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী

### দুনিয়াত্যাগ ও তাকওয়া

হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهُمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا -তে আমরা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সাহচর্যে থাকাকালীন প্রতিটি দুঃখ ও বেদনার বিষাক্ত তীর সহ্য করতাম, কিন্তু আমরা সেগুলোকে আল্লাহ পাক ও রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সন্তুষ্টির ঢালে ধারণ করতাম। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এবং অত্যন্ত দামী পোশাক পরিধানকারী যুবক ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দুনিয়াত্যাগ ও তাকওয়ার পাত্র থেকে আকণ্ঠ পান করেছিলেন এবং এত কষ্ট সহ্য করেছিলেন যে, আমি দেখেছি তাঁর চামড়া সাপের খোলসের (সাপের

চামড়ার উপর সাদা জালের মতো স্বচ্ছ ঝিল্লি) মতো শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোনা যেমন চুল্লি থেকে পার হওয়ার পর খাঁটি হয়ে যায়, তেমনি হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-ও আল্লাহর পথে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও কষ্ট সহ্য করার কারণে দৃঢ়তার পাহাড়ে পরিণত হয়েছিলেন। অটল দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা তাঁর কাছে যেন বসন্তের আগমনের মতো ছিল।

## প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা

পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহকে যিনি খড়কুটোর (ঘাসের টুকরো) সমানও মনে করতেন না এবং অনন্তকালের নেয়ামত লাভের জন্য মরুভূমির কাঁটাকে আলিঙ্গন করতেন, সেই হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর অগণিত গুণাবলীর সাথে দুনিয়াত্যাগ ও তাকওয়ার কারণে রিসালাতের দরবারে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিলেন। একবার তো তাঁর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা দরিদ্রতা ও অনাহারের অবস্থা দেখে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন।

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, আমরা একবার রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলেন, যার অবস্থা এমন ছিল যে, পুরো শরীর ঢাকার জন্য উপযুক্ত পোশাকও ছিল না, বরং চামড়ার একটি চাদর দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা করছিলেন এবং সেটিতেও জায়গায় জায়গায় তালি লাগানো ছিল। তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ভোগ-বিলাস

১. উসদুল গাবাহ, বাব মুসআব বিন উমাইর, খণ্ড ৫, পৃ: ১৯১।



www.dawateislami.net

ও আরাম-আয়েশের জীবন এবং বর্তমানের এই ফকিরানা ও দুনিয়াত্যাগী অবস্থা অবলোকন করে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর করুণার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর ভাগ্যের উপর হাজারো প্রাণ উৎসর্গ হোক! যার ফুলের বিছানায় কাটানো অতীতকে স্মরণ করে স্থল ও সমুদ্রের সুলতান, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর করুণার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর অতীত আরাম-আয়েশের জীবন স্মরণ করে অথবা তাঁর উপর করুণা করে কেঁদেছেন কিংবা তাঁর দুনিয়াত্যাগ এবং আখিরাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য খুশিতে কেঁদেছেন। প্রথম সম্ভাবনাটি অধিক শক্তিশালী। খেয়াল করুন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উমরের দুনিয়াত্যাগ দেখে কেঁদেছিলেন, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করেছিলেন, অথচ এখানে হযরত মুসআব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর ধৈর্যের উপর স্বয়ং কেঁদেছেন, এটি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অনুগ্রহ।[২]

কাফির হে মুসলমাঁ তো না শাহী না ফকিরি
মুমিন হে তো করতা হে ফকিরি মে ভী শাহী
কাফির হে তো শামশির পে করতা হে ভরোসা
মুমিন হে তো বে তেগ ভী লড়তা হে সিপাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওয়ারা', হাদিস: ২৪৮২, খণ্ড ৩, পৃ: ২১৫।
২. মিরআতুল মানাজীহ, কিতাবুর রিকাক, খণ্ড ৭, পৃ: ১৭০।


www.dawateislami.net

## প্রশংসনীয় চরিত্রের সাক্ষ্য

হযরত সায়্যিদুনা আমির বিন রাবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণ থেকে শুরু করে শহীদ হওয়া পর্যন্ত আমার খুব ভালো বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন। আমরা দুজনে একসাথে হাবশায় হিজরত করেছি। তিনি সবসময় আমার সঙ্গী ছিলেন এবং আমি তাঁর চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তাঁর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পালনকারী আর কাউকে দেখিনি।[১]

## বদর ও উহুদের ময়দানে সম্মানিত পতাকা বহন

রমযানুল মুবারক ২ হিজরি মোতাবেক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে বদরের ময়দানে যখন ইসলামী বাহিনীর সারিগুলো বিন্যস্ত হলো, তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে ইসলামী বাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তিনি রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ইচ্ছানুযায়ী ইসলামী পতাকা উত্তোলন করে সেটিকে একটি বিশেষ স্থানে গেঁড়ে দেন এবং সেটির হেফাযত করতে লাগলেন।[২]

একইভাবে শাওয়ালুল মুকাররম ৩ হিজরী মোতাবেক মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন উভয় বাহিনী উহুদের ময়দানে মুখোমুখি হলো, তখন এক দিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর সারি বিন্যস্ত করার পর, বনু আব্দুদদারের যুবকদের সাহসিকতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য সে বলল: যদি কোনো জাতির পতাকা যুদ্ধের সময় অবনমিত হয়ে যায়, তাহলে সেই

---

১. আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/৮৭ পৃ:।
২. আল মাগাযী লিল ওয়াক্বাদী, ১/৫৬।



www.dawateislami.net

জাতির জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটা সম্ভব নয়। সুতরাং, হে বনু আব্দুদ দারের যুবকেরা! আমাদের পতাকার সুরক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব।

আবু সুফিয়ানের এই কথা বনু আব্দুদ দারের যুবকদের রক্তকে গরম করে দিল এবং তারা উত্তেজিত হয়ে বলল: হে আবু সুফিয়ান! তুমি কি এটা বলতে চাও যে আমরা আমাদের পতাকা শত্রুর হাতে তুলে দিব? এমনটা কখনো হবে না। তুমি নিজেই দেখে নিবে আমরা এর রক্ষায় নিজেদের গর্দান কেটে দিব। তারপর তারা বর্শা উঁচিয়ে পতাকার চারপাশে বেষ্টনী তৈরি করে দাঁড়িয়ে গেল এবং পণ করল যে, কাউকে এর কাছেও ঘেঁষতে দিবে না।

এই সময় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আল্লাহর সৈনিকদের সারিগুলোকে বিন্যস্ত করে ফেলেছিলেন। অতএব, তিনি জিজ্ঞেস করলেন: মক্কার মুশরিকদের পতাকাবাহী কে? তখন তাঁর খেদমতে আরয করা হলো: বনু আব্দুদ দার। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন: আমরা তাদের চেয়েও বেশি অধিকার রাখি যে, আমাদের পতাকা বনু আব্দুদ দার এর হাতে তুলে দিব। অতঃপর তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর নাম নিয়ে ডাকলেন: اَیْنَ مُصْعَبُ بِنْ عُمَیْرٍ মুস'আব বিন উমাইর কোথায়? এমন মনে হলো যেন হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন যে, কখন তাঁর আকা তাঁকে এই খেদমতের জন্য ডাকবেন। সুতরাং তিনি সাথে সাথে খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি উপস্থিত। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে মুহাজিরদের পতাকাবাহী হওয়ার সম্মান পাওয়ার সুসংবাদ দিলে তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং তিনি ইসলামের পতাকাকে সমগ্র পৃথিবী ও জগতের



www.dawateislami.net

অধিপতি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সামনে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন।[১]

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৯৪২ হিজরী) 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ'-এ বলেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজিরদের পতাকা আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর কাছ থেকে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর হাতে তুলে দেন।[২]

## মুনিবের জন্য জীবন উৎসর্গ

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উহুদের ময়দানে তিনি যে বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রদর্শন করেছেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। সুতরাং বর্ণিত আছে যে, উহুদের ময়দানে যখন মক্কার কাফেররা প্রাণপণে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য তাদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরে গেল, তখন তাদের অসতর্ক পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকরা হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ করে দিল, যার কারণে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতিও হয়েছিল। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইসলামের শত্রুদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে দূরে রাখার জন্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এমন মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, আকাশ ও পৃথিবী আজও তাতে বিস্মিত ও হতবাক। কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণোৎসর্গী সাহাবীরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চারপাশে সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করে

১. আল মাগাযী লিল ওয়াক্বাদী, ১/২২০।
২. সুবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪/১৯০।



www.dawateislami.net

দিয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেরদেরকে কার্যত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেখানে পৌঁছানোর আগে আমাদের লাশের উপর দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং,

## জীবন দিয়ে দিলেন কিন্তু ইসলামের পতাকায় আঁচড় লাগতে দিলেন না

হযরত মুহাম্মদ বিন সাদ বিন মুনী' হাশিমী বসরী, যিনি ইবনে সা'দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে পরিচিত, (ওফাত: ২৩০ হিজরী), 'আত-তাবাকাতুল কুবরা'-তে বলেন যে, ইসলামী বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অবিচল থাকলেন এবং তিনি মক্কার কাফেরদের অগ্রসরমান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন হতভাগ্য ইবনে কমিয়া[১] সুযোগ পেয়ে তাঁর সেই পবিত্র হাতে তরবারি দিয়ে আঘাত করল, যে হাতে পতাকা ছিল। সেই হাত কেটে পড়ে গেলে তিনি অন্য হাতে পতাকাটি ধরে নিলেন। সেই হতভাগ্য ওই হাতটিও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তবুও তিনি ইসলামের পতাকাকে অবনমিত হতে দিলেন না, বরং নিজের কর্তিত বাহুদ্বয়ের বেষ্টনীতে সেটিকে নিয়ে নিলেন। তারপর ইসলামের সেই শত্রু শেষ আঘাত হেনে তাঁর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে দিল এবং এভাবে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তখন তাঁর পিতৃপক্ষের ভাই হযরত আবু রুম বিন উমায়ের[২] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং বনু

---

১. ওই হতভাগ্য ইবনে কিমিয়া সেই ব্যক্তি, যে ওই যুদ্ধেই রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর চেহারায় আঘাত করে তাঁকে আহত করেছিল।

২. হাফিয ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত আবু রুম বিন উমায়ের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর পিতৃপক্ষের ভাই, তাঁকে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। (তারিখে মদীনায়ে দামেস্ক, খণ্ড ২০, পৃ: ৩৪১)

আবদুদ দারের হযরত সুওয়াইবিত বিন সা'দ বিন হারমালাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের পতাকা ধরে নিলেন এবং সেটিকে অবনমিত হতে দেননি। অতঃপর ওই পতাকা মদীনায় ফেরা পর্যন্ত হযরত আবু রুম বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর কাছেই ছিল।[১]

একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর শাহাদাতের পর ইসলামের পতাকাকে অবনমিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর আকৃতিতে একজন ফেরেশতা এগিয়ে এসে তা ধরে নিয়েছিলেন। এবং 'আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবা'-তে আছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুসআব! সামনে অগ্রসর হও! তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আনহু কি শহীদ হননি?

তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! সে তো শহীদ হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর আকৃতিতে একজন ফেরেশতা তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যার নামও মুসআব।[২]

## সাহসী স্ত্রী

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদাতুনা হামনা বিনতে জাহশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا উহুদের যুদ্ধে তিনি (হামনা বিনতে জাহশ) আহতদের পানি পান করানোর দায়িত্ব খুব সাহসিকতার সাথে পালন করেন। যখন প্রিয় নবী

---

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৯।
২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, কিতাবুল মাগাযী, হাদিস: ৯, খণ্ড ৮, পৃ: ৩৮৯ (ভাবানুবাদ)।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুদ্ধের সমাপ্তির পর তাঁকে (হামনা) رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -কে উহুদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেন: হে হামনা! তোমার প্রিয়জনের শাহাদাতে ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহ পাকের কাছে সাওয়াবের আশা রাখো। তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন? তিনি বললেন: তোমার মামা সায়্যিদুনা হামযা শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি 'اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ' (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমরা আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।) পাঠ করলেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করতে করতে আরয করলেন: তাঁর শাহাদাত মুবারক হোক। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবার আগের মতো ধৈর্যের উপদেশ দিলেন। তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আর কে শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন: তোমার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশ। তিনি 'اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ' পাঠ করলেন এবং তাঁর জন্যও মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করতে করতে আরয করলেন: তাঁর জন্যও জান্নাত মুবারক হোক। আর যখন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তৃতীয়বার ধৈর্যের আঁচল ধরে থাকার উপর পুরস্কার ও সাওয়াবের উপদেশ দিলেন, তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আর কে শহীদ হয়েছেন? এইবার যখন তিনি জানালেন যে তাঁর স্বামী হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তো এই বেদনাদায়ক খবর শুনে তাঁর ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছুটে গেল এবং তিনি দুঃখে কাতর হয়ে গেলেন। এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ব্যথিত হৃদয় থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেদনার্ত শব্দে



www.dawateislami.net

বেরিয়ে এল: 'ওয়া হুযনাহ! হায় আফসোস!' তখন রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: একজন নারীর কাছে স্বামীর যে মর্যাদা থাকে, তা অন্য কোনো সম্পর্কের হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: হে হামনা! তুমি তোমার স্বামীর শাহাদাতের খবর শুনেই এমন কেন বললে? আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমার তাঁর এতিম কন্যার প্রতিপালনের কথা মনে হলো, যার ভারী দায়িত্ব আমার দুর্বল কাঁধের উপর এসে পড়েছে, তখন সেই ভয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার মুখ থেকে এই শব্দগুলো বেরিয়ে গেল। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুগ্রহ করে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর সন্তানদেরকে নিজের দোয়ায় ধন্য করলেন যে, নিশ্চয়ই তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। অতঃপর পরবর্তীতে যখন হযরত সায়্যিদাতুনা হামনা বিনতে জাহশ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, তখন তিনি সকলের চেয়ে বেশি হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর কন্যার প্রতি খেয়াল রাখতেন।[১]

## হত্যাকারীর শিক্ষণীয় মৃত্যু

'কিতাবুল মাগাযী'-তে আছে যে, যখন হতভাগ্য ইবনে কিমিয়া হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-কে শহীদ করলো, তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার যোগ্য ঘোষণা করে এভাবে ইরশাদ করলেন: "اَقْمَاهُ اللهُ" অর্থাৎ আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুক। সুতরাং, সে একটি ছাগলের দুধ দোহানোর

১. আল-মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, খণ্ড ১, পৃ: ২৯১।



www.dawateislami.net

জন্য তাকে ধরেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটি ছাগল শিং দিয়ে আঘাত করে তার অবস্থা খারাপ করে দিল এবং এভাবে তাকে পাহাড়ের মাঝে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল।[১]

## কাফন ও দাফন

একদিন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-এর সামনে খাবার রাখা হলো তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। আল্লাহ পাকের সুস্বাদু নেয়ামত দেখে তিনি এভাবে ইরশাদ করলেন: "قُتِلَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِّنِّي", অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শহীদ হয়ে গেছেন, অথচ তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এবং তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, 'اِنْ غُطِّيَ رَاسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ' অর্থাৎ যদি মাথা ঢাকা হতো, তাহলে পা অনাবৃত হয়ে যেত। 'اِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَتْ رَاسُهُ' আর যদি পা ঢেকে রাখতেন তবে মাথা খুলে যেত।[২] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা খাব্বাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, যখন হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাথা ঢেকে দিতেন তখন পা খুলে যেত আর যদি পা ঢেকে দিতেন তবে মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের اِذْخِرْ (নামক এক প্রকার ঘাস) দিয়ে দাও।[৩]

---

১. আল-মাগাযী লিল-ওয়াকিদী, গযওয়ায়ে উহুদ, খণ্ড ১, পৃ: ৩২৬।
২. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুল জানায়িয, বাবুদ দলিল আলা জাওয়াযুত তাকফীন ফি সাওয়াবি ওয়াহিদ, হাদিস: ৬৬৮৩, ৩/৫৬৩।
৩. বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, বাবু ইযা লাম ইয়াজিদ কুফফানা, হাদিস: ১২৭৬, ১/৪৩১।



www.dawateislami.net

## দাফন

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কবর মুবারক নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নির্দেশে বানানো হয়েছে আর তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত চির নিদ্রায় শায়িত করার জন্য তাঁর ভাই হযরত সায়্যিদুনা রুম বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন রাবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা সুওয়াইবিত বিন সাদ বিন হারমালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরে নামলেন।[১]

## অমূল্য উপদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আল্লাহর রাস্তায় দেয়া ত্যাগসমূহের উপর ধৈর্যধারণের প্রতি লাখো কোটি মারহাবা! তিনি ইসলামের খাতিরে আরামের জীবন পরিত্যাগ করেছেন এবং নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় আশিকদের জন্য এই অমূল্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, বাঁচতে চাইলে এইভাবে বাঁচো আর মরতে চাইলেও এইভাবে মরো। জীবনের আরাম ও আয়েশের মধ্যে সেই মজা নেই যা মাহবুবে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার মধ্যে রয়েছে। তিনি যখন দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ দ্বারা ভরপুর ছিলেন তখন খুবই আনন্দ উপভোগ করলেন আর যখন এই নশ্বর দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহের দিকে মনোযোগী হলেন তখন না জীবনে কোনদিন সম্পূর্ণ পোশাক পরিধান করলেন আর না মরার পর পুরো কাফন পেলেন। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় আসা বিপদের উপর ধৈর্যধারণের বিনিময়ে

১. আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩/৯০।

কেমন প্রতিদান পেলেন যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদের শহীদদের পাশে গেলেন তখন বললেন: আমি এদের জন্য সাক্ষী হলাম যেসব বান্দা আহত (হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে) আল্লাহ পাক তাদেরকে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় যেন উঠায় যে, তাদের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়বে যেটার রঙ তো রক্তের মতই হবে কিন্তু সুগন্ধ হবে কস্তুরীর ন্যায়। (হে আমার প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবারা! দাফনের সময়) বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যেন এসব শহীদদের মধ্যে যারা কুরআনে করীম বেশি মুখস্ত রেখেছে তাদেরকে অন্যের আগে কবরে রাখা হয়।[১] আর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: উহুদের ময়দান থেকে ফিরে আসার সময় রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ও অন্যান্য শহীদদের পাশে দাঁড়ালেন আর বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে জীবিত। এরপর তিনি লোকদেরকে বললেন: এদের কবর যিয়ারত করে এদের উপর নিরাপত্তার উপহার পেশ করো, সেই সত্তার শপথ যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি-ই এদেরকে সালাম দিবে তারা ওই ব্যক্তিদের সালামের উত্তর দিবে।[২]

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনদে আহমদ, হাদিস: ২৩৭১৮, ৯/১৬৬।
২. আল মু'জামুল আউসাত, হাদিস: ৩৭০০, ৩/৭।



www.dawateislami.net

# তথ্যসূত্র

| নং | কিতাব | লেখক | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| ১ | কুরআনুল কারীম | আল্লাহ পাকের বাণী | মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |
| ২ | কানযুল ঈমান | আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত ১৩৪০ হি: | মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |
| ৩ | তাফসীরে কবীর | ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হোসাইন রাযী, ওফাত ৬০৬ হি: | দারু ইহয়াউত তুরাছুল আরাবী, বৈরুত ১৪২০ হি: |
| ৪ | রুহুল মাআনী | আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী, ওফাত ১২৭০ হি: | দারু ইহয়াউত তুরাছুল আরাবী, বৈরুত ১৪২০ হি: |
| ৫ | তাফসীরে নঈমী | হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি: | যিয়াউল কুরআন পাবলিকশন, লাহোর |
| ৬ | মুসান্নিফ আবি শায়বা | হাফিয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শায়বা কূফী, ওফাত ২৩৫ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪ হি: |
| ৭ | আল মুসনদ | ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বলী, ওফাত ২৪১ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪ হি: |
| ৮ | সহীহুল বুখারী | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হি: |
| ৯ | সহীহ মুসলিম | ইমাম আবুল হোসাইন বিন হিজাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হি: | দারু বিন হিযম, বৈরুত ১৪১৯ হি: |
| ১০ | সুনানে ইবনে মাজাহ | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হি: | দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০ হি: |
| ১১ | সুনানুত তিরমিযি | ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযি, ওফাত ২৭৯ | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪ হি: |
| ১২ | মুসনদে আবি ইয়া'লা | শায়খুল ইসলাম আবু ইয়া'লা আহমদ বিন আলী বিন মুছনী মোসুলী, ওফাত ৩০৭ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হি: |
| ১৩ | আল মু'জামুল আউসাত | ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২০ হি: |
| ১৪ | আল মুস্তাদরাক | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হি: | দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪১৮ হি: |
| ১৫ | শুয়াবুল ঈমান | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হি: |



www.dawateislami.net

| নং | কিতাব | লেখক | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| ১৬ | আস সুনানুল কুবরা | ইমাম আবু বকর বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৪২৪ হি: |
| ১৭ | আয যুহদুল কবীর | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি: | |
| ১৮ | ফেরদৌসুল আখবার | হাফিয আবু শুজা' শে'রোভিয়া বিন শেহেরদার বিন শেরোভীয়া দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হি: | |
| ১৯ | তারিখে মদীনা দামেস্ক | আল্লামা আলী বিন হাসান বিন আসাকির, ওফাত ৫৭১ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৫ হি: |
| ২০ | আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব | ইমাম যাকীউদ্দীন আব্দুল আযিম বিন আব্দুল কভী মনযারী, ওফাত ৬৫৬ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৮ হি: |
| ২১ | কানযুল উম্মাল | আল্লামা আলী মুত্তাকী বিন হুসসামুদ্দীন, হিন্দি বুরহানপুরী, ওফাত ৯৭৫ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হি: |
| ২২ | আল জামেউল আখলাকুর রাবী ওয়া আদাবুস সামেউ | ইমাম হাফিয আবু বকর আহমদ বিন আলী খতিব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হি: | মাকতাবাতুল মাআরিফ, আর রিয়ায, ১৪০৬ হি: |
| ২৩ | ফয়যুল কদীর | আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাব্বী, ওফাত ১০৩১ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হি: |
| ২৪ | মিরাতুল মানাজীহ | হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি: | যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ২৫ | আল মাগাযী লিল ওয়াকাদী | আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর বিন ওয়াক্বিদুল ওয়াক্বাদী, ওফাত ২০৭ হি: | মুয়াসসাতুল আ'লামী লিল মাত্ববুআত, বৈরুত ১৪০৯ হি: |
| ২৬ | আস সিরাতুন নববীয়া | আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম, ওফাত ২১৩ হি: | দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২১ হি: |
| ২৭ | আর রউযুল আনফ | ইমাম আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ খশয়ী, ওফাত ৫৮১ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত |
| ২৮ | আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া | ইমাদুদ্দীন ঈসমাইল বিন ওমর ইবনে কাছির দামেস্ক, ওফাত ৭৭৪ হি: | দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৮ হি: |
| ২৯ | আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া | শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তলানী, ওফাত ৯২৩ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৬ হি: |



www.dawateislami.net

| নং | কিতাব | লেখক | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| ৩০ | সাবলুল হুদা ওয়ার রশাদ | মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী, ওফাত ৯৪২ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৮ হি: |
| ৩১ | শরহুল মাওয়াহিব | মুহাম্মদ যুরক্বানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ, ওফাত ১১২২ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৭ হি: |
| ৩২ | আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতুল আসহাব | আবু ওমর ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার কুরতুবী, ওফাত ৪৬৩ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হি: |
| ৩৩ | আসাদুল গ'বা | ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৭ হি: |
| ৩৪ | মারিফাতুস সাহাবা | হাফিয আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হি: |
| ৩৫ | আত তাবকাতুল কুবরা | মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মুনী' হাশেমী, ওফাত ২৩০ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হি: |
| ৩৬ | কু'তুল কুলুব | শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী, ওফাত ৩৮৬ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৬ হি: |
| ৩৭ | ইহয়াউ উলুমুদ্দীন | ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি: | দারু সাদির, বৈরুত ২০০০ হি: |
| ৩৮ | কিমিয়ায়ে সাআদাত | ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি: | ইন্তিশারাত গঞ্জিনা, নেহরান |
| ৩৯ | মুকাশিফাতুল কুলুব | ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি: | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত |
| ৪০ | ফতোওয়ায়ে রযবীয়া | আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত ১৩৪০ হি: | রেযা ফাউন্ডেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ৪১ | হায়াতে আলা হযরত | হযরত আল্লামা মাওলানা যাফরুদ্দীন বিহারী, ওফাত ১৩৮২ হি: | মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |
| ৪২ | সিরাতে মুস্তফা | আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী, ওফাত... | মাকতবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |
| ৪৩ | নেকী কী দাওয়াত কি ফাযায়িল | শায়খ আসআদ মুহাম্মদ সায়িদুর সাগিরজী | মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী ১৪৩১ হি: |
| ৪৪ | তাআররুফে আমীরে আহলে সুন্নাত | | মাকাতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী |

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه .

### মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৯১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net